দ্য ভয়েস অব ওয়াদি

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

Vol:7 Issue:51 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ২২ রবিউস সানি ১৪৪৪ হিজরি ১৮ নভেম্বর ২০২২ ১ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ শুক্রবার | সপ্তম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

৬ষ্ঠ বর্ষ সাধারণ সভা দরবার শরিফে

গত ১৩ নভেম্বর রবিবার অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির সদস্যদের নিয়ে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। আগামী দিনে আইমার চিন্তাধারাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এই সভা বলে জানা গিয়েছে। আইমার সদর দফতর প্রতাপপুর দরবার শরিফে আয়োজিত এই সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ। ছিলেন আইমা কর্মীদের মাথার তাজ তথা অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেব। বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

এক ঝলকে

মমির শরীরে সাত মাসের ভ্রূণ!

ফের নতুন করে তৈরি হল মমি-রহস্য। এবার কেন্দ্রে প্রাচীন মিশরের এক রহস্যময়ী। সারা বিশ্বেই বরাবরই প্রাচীন মিশর নিয়ে অদম্য কৌতূহল। বিশেষ করে যাঁরা প্রত্নতত্ত্ববিদ তাঁদের কাছে এই মিশরের আকর্ষণ তীব্র। একটাই কারণ— মমি। মমি নিয়ে চর্চা এত দূর বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে যে, এখন কোনও মমির মুখ কেমন হতে পারে, বলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে তা-ও। সম্প্রতি এমনই এক ঘটনা ঘটেছে। যাতে ফরেন্সিক এক্সপার্টরা একটি মমির শরীরে জীবন্ত নারীর মতো লাবণ্যময় মুখ তৈরি করে দিতে পেরেছেন। তার ক্ষেত্রে একটু বিরল ঘটনাও ঘটেছে। প্রাচীন মিশরের এই রহস্যময়ী মৃত্যুর সময়ে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তাঁর শরীর থেকে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যথাসময়ে বের করে নেওয়া হলেও ভ্রূণটি রয়ে গিয়েছিল যথাস্থানেই।

বিস্তারিত ২-এর পাতায়

আদিবাসী মহলে জনসংযোগ মমতা

পঞ্চায়েত ভোটের আগে ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়িতে গিয়ে চুটিয়ে জনসংযোগ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আদিবাসীদের গ্রামে গিয়ে বললেন আমার জন্মও মাটির বাড়িতে। জঙ্গলমলে গিয়ে মাটির বাড়িতে পা রেখে তিনি ফিরে গেলেন পুরনো দিনে। নিজের জীবনের কথায় তিনি আদিবাসীদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন কষ্ট। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঠিক যেমন দেখতে চায় মানুষ, মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়িতে গিয়ে ঠিক সেই ভূমিকায় তুলে ধরলেন। পাশের বাড়ির মেয়ের মতো মুখ্যমন্ত্রী মিশে গেলেন জনসাধারণের সঙ্গে। তাঁদের অভিযোগ শুনলেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন সমাধান করার। রাস্তায় ধারে যেখানে দেখলেন তাঁর অপেক্ষায় মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সেখানে নেমে তিনি জনসংযোগ করলেন।

বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

চিন মহাকাশে বাঁদর পাঠাচ্ছে

চিনের তিয়ানগং মহাকাশ স্টেশনের কাজ চলছে জোর কদমে। মহাকাশ স্টেশনটির কাজ শেষ হলে, সেখানে বাঁদর পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে চিন। মহাকাশে শূন্য মাধ্যাকর্ষণে আদৌ প্রজনন সম্ভব কি না, সেই বিষয়ে গবেষণা করতে চিন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। চিনের তিয়ানগং মহাকাশ স্টেশনে মডিউলে এই পরীক্ষাটি হবে। প্রজনন ও অভিযোজন সংক্রান্ত গবেষণার জন্য চিনের অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেসের গবেষক ঝাং লু জানিয়েছেন, এই পরীক্ষাগুলো মূলত মাইক্রোগ্রাভিটি বা মহাকাশের পরিবেশের সঙ্গে জীবের অভিযোজন কেমন হয়, তা জানার জন্য করা হচ্ছে। এই পরীক্ষা সফল হলে অভিযোজন সংক্রান্ত একাধিক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে বলে তিনি মনে করছেন। তিনি জানিয়েছেন, বর্তমানে মডিউলটিতে শ্যাওলা বা মাছের মতো জীবের জায়গা রয়েছে। বাঁদরের মতো বড় প্রাণীর জায়গা নেই।

বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

গডসে-পূজা হিন্দু মহাসভার

বিতর্কে বিজেপির মুখে কুলুপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী হিন্দু সন্ত্রাসী নাথুরাম গডসের মৃত্যুদিনকে 'বলিদান দিবস' হিসাবে পালন করে এবার তীব্র বিতর্ক বাঁধাল উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক সংগঠন হিন্দু মহাসভা। এর আগেও একাধিক বিজেপি নেতামন্ত্রী দেশদ্রোহী ও সন্ত্রাসবাদী গডসেকে 'বীর' হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তবে এবার সব সীমা লঙ্ঘন করল হিন্দু মহাসভা, এমনটাই দাবি রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

গত ১৫ নভেম্বর মঙ্গলবার দিনটি ছিল প্রাক্তন আরএসএস সদস্য তথা সংঘের দ্বিতীয় প্রধান বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ভাবশিষ্য নাথুরাম গডসের মৃত্যুদিন। গান্ধী হত্যার দায়ে ১৯৪৯ সালের ১৫ নভেম্বর তার ফাঁসি কার্যকর করা হয়। সেই দিনটিকেই স্মরণ করার জন্য এবার 'বলিদান দিবস' পালন করল হিন্দু মহাসভা। মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের অন্তর্গত দৌলতগঞ্জে নাথুরামের মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় হিন্দু মহাসভার কর্মীরা। এমনকী তাকে 'বিপ্লবী বীর' হিসাবে অভিহিত করে সাম্প্রদায়িক ওই সংগঠনটির মুখপাত্র অর্চনা চৌহান বলেন, ''এরপর আমরা মহান এই বিপ্লবীর মূর্তি স্থাপন করব।'' যদিও বছর পাঁচেক আগেই গোয়ালিয়রে হিন্দু জঙ্গি গডসের একটি আবক্ষ মূর্তি তৈরি করেছিল হিন্দু মহাসভা। তবে প্রবল চাপের মুখে সেই মূর্তি তারা সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। নতুন করে আবার তাদের গডসে-প্রীতিতে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বরা। তাঁদের মতে, জাতির জনকের হত্যাকারী গডসেকে যেভাবে প্রোজেক্ট করার চেষ্টা করছে হিন্দুত্ববাদীরা তাতে আগামীদিনে তাদের বাড়বাড়ন্তকে রোখা মুশকিল হবে। এরপর বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অভিযুক্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের অপরাধীদের মুক্তির দাবিতেও তারা আন্দোলনে নামবে। তাছাড়া সাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসাবে হিন্দু মহাসভার কাজকর্মে যে উসকানি রয়েছে, তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে বিজেপি, এমনও দাবি তাঁদের। তাই গডসেকে যারা 'হিরো' হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করছে সেইসব 'দেশদ্রোহী'-দের চিহ্নিত করে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি তুলেছে মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস। ওই রাজ্যের কংগ্রেস সভাপতি অরুণ যাদব এই ঘটনাকে দেশবিরোধী কাজ বলে তোপ দেগেছেন। তিনি বলেছেন, ''আবারও মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসেকে দেশের প্রথম জঙ্গি হিসেবে একাংশ মনে করলেও তার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেছে হিন্দু মহাসভা। আরতিও করেছে। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের উচিত এই দেশদ্রোহী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে কড়া পদক্ষেপ করা।''

এর পর দুয়ের পাতায়

সুপ্রিম নির্দেশে কাঠুয়া ধর্ষণ-কাণ্ডে নতুন মোড়

নাবালকের বিচার সাবালক হিসাবেই

নিজস্ব প্রতিনিধি: মনে আছে আট বছর বয়সী সেই নিষ্পাপ কাশ্মীরি বাচ্চাটির কথা? একদল নরপাষণ্ড মন্দিরে ঢুকিয়ে দিনের পর দিন ধর্ষণ করে মাথা থেঁতলে খুন করেছিল যাকে! আর প্রকাশ্যে ধর্ষক-খুনিদের সমর্থন করে বার্তা দিয়েছিল এক বিজেপি নেতা। এমনকী তাদের সমর্থনে মিছিল বের করেছিল একদল অমানুষ! সেই ভয়ংকর ঘটনা কাঠুয়া-কাণ্ড নামে ভারতের ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে আছে। এবার সেই ঘটনায় এক নাবালক অভিযুক্তকে সাবালক হিসাবে বিচার করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতি অজয় রাস্তোগি এবং জে বি পারদিওয়ালার ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, অভিযুক্তের বয়স নির্ধারণের কোনও চূড়ান্ত প্রমাণ না থাকলে বয়স সংক্রান্ত ডাক্তারি মতামত বিবেচনা করা উচিত। বয়স নির্ধারণের শারীরিক পরীক্ষাকে বিশ্বাস করা যায় কি না তা নির্ভর করছে জোরালো প্রমাণের উপরেই। শীর্ষ আদালতের বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা বলেন, ''অপরাধের সময় অভিযুক্ত নাবালক ছিল, কাঠুয়ার সিজেএম এবং হাইকোর্টের এই রায়কে আমরা একপাশে সরিয়ে রাখছি।'' অর্থাৎ, শীর্ষ আদালতের নির্দেশে খারিজ হয়ে গেল কাঠুয়ার মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্টের অপরাধীকে নাবালক হিসাবে গণ্য করার তত্ত্ব।

এদিকে শীর্ষ আদালতের বিচারপতিদের এই মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া বইছে কাশ্মীরের বাখারওয়াল সম্প্রদায়ের ছোট্ট মেয়েটির পরিবারে। কাঠুয়া গণধর্ষণ কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত সঞ্জীরাম সাংরার ভাইপো শুভম সাংরাকে নাবালক গণ্য করে বিচার চলছিল এতদিন। এবার সুপ্রিম নির্দেশে সাবালক হিসাবেই তার বিচার হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ১০ জানুয়ারি কাশ্মীরের কাঠুয়া অঞ্চল থেকে ৮ বছরের আসিফাকে অপহরণ করে একদল নরপাষণ্ড। তারপর তাকে একটি মন্দিরে ঢুকিয়ে একসপ্তাহ ধরে লাগাতার ধর্ষণ করে তারা। ১৭ জানুয়ারি তার মাথা থেঁতলে খুন করে মন্দিরের পাশের জঙ্গলে ফেলে রেখে পালায় তারা। খুন করার আগেও তাকে ধর্ষণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি অপরাধীরা। এই ঘটনার পর

ক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন এলাকাবাসী। এমনকী দেশজুড়ে তীব্র প্রতিবাদে সামিল হন সাধারণ মানুষ। ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় সঞ্জীরাম সাংরা, পুলিশকর্তা দীপ খাজুরিয়া, প্রবেশ কুমার, এস আই আনন্দ দত্ত, হেড কনস্টেবল তিলক রাজ এবং বিশেষ পুলিশ অফিসার সুরেন্দ্র ভার্মাকে। বিচারে প্রথমোক্ত তিন জনের ২৫ বছরের কারাদণ্ডের রায় দেয় আদালত। বাকি তিনজনকে প্রমাণ লোপাটের জন্য পাঁচ বছরের সাজা শোনান পাঠানকোট আদালতের বিচারক। তবে নির্দোষ হবার যথেষ্ট প্রমাণ দেখানোর জন্য মুক্তি পায় সঞ্জীরাম সাংরার ছেলে বিশাল।

ভারতের ইতিহাসে অত্যন্ত ঘৃণিত ও জঘন্য এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন ভারতের বাইরের অনেক বিশিষ্ট মানুষও। তাঁদের অনেকে আবার দোষীদের ফাঁসির দাবিও জানিয়েছিলেন। তবে মেয়েটি যেহেতু মুসলিম সম্প্রদায়ের, তাই এত নৃশংস অপরাধ করার পরও অপরাধীদের ফাঁসির সাজা হয়নি, এমনটাই অভিমত সমাজের বিশিষ্টজনদের।

হিজাব-বিরোধী আন্দোলন...

ইরানের এক মেট্রো স্টেশনে আগুন জ্বালিয়ে প্রতিবাদ মহিলাদের।

লক্ষ্য আদিবাসী ভোট দ্বৈরথে বিজেপি-তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি: মতুয়া ভোট নিয়ে তো লড়াই রয়েইছে তৃণমূল ও বিজেপির, এবার আদিবাসী ভোট নিয়েও সম্মুখ সমরে নামতে চলেছে যুযুধান দুই পক্ষ। অখিল গিরির করা রাষ্ট্রপতি-মন্তব্যের পর সেই লড়াই শুরু হয়েছে সেয়ানে-সেয়ানে। বিজেপি হাতে বড় অস্ত্র পেয়ে গিয়েছে। আর তৃণমূল সেই অস্ত্রকে ভোঁতা করতে ঢাল জোগাড় করে নিয়েছে ইতিমধ্যেই।

২০১৯-এ যে আদিবাসী ভোট বিজেপির দিকে ঢলেছিল, তার অনেকটাই পুনরুদ্ধার করেছিল তৃণমূল ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে। তারপরও যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তা করায়ত্ত করতে বাংলার শাসক দলের পাখির চোখ করেছিল পঞ্চাতে ভোটকে। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কৃষ্ণনগরের সভা থেকে মতুয়া ভোটের পাশাপাশি আদিবাসী ভোট নিয়েও পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন মমতা। বীরসা মুন্ডার জন্মদিন পালন অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দিয়ে আদিবাসীদের জন্য নতুন কিছু ঘোষণা করতে পারেন বলেই মনে করেছিল রাজনৈতিক মহল। সেইমতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়িতে বীরসা মুন্ডার জন্মদিনে চুটিয়ে জনসংযোগ করেছেন। আদিবাসীদের মন জয় করতে নানা উদ্যোগ নিয়েছেন।

রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝাড়গ্রাম সফর যেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল, তেমনই বিজেপি যে অবস্থান নিয়েছে তাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তৃণমূলের মন্ত্রী অখিল গিরি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে নিয়ে যে কুরচিকর মন্তব্য করেছিলেন, তাকে হাতিয়ার করে ময়দানে নেমেছে বিজেপি। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিজেপি যে আদিবাসী ভোটের লক্ষ্যে এই আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়াবে তা বলাই যায়। তৃণমূলের দুর্নীতি ইস্যুর থেকে বিজেপির কাছে এখন বড় হয়ে উঠেছে অখিল গিরির রাষ্ট্রপতি মন্তব্য বিষয়ক ইস্যুটি। এই ইস্যুতে তৃণমূলের আদিবাসীদের প্রতি মনোভাব যে নিকৃষ্ট, তা প্রচার করে ফায়দা তুলতে চাইছে পঞ্চায়েত ভোটে। বিজেপির সেই প্রচারকে ভোঁতা করতে তৃণমূল পাল্টা শুভেন্দু অধিকারীর কিছু পুরনো ভিডিওকে সামনে এনেছে।

শুভেন্দু অধিকারীও আদিবাসী মহিলা তৃণমূল নেত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে নিয়ে যে কটু মন্তব্য করেছিলেন তা সামনে এনে ডিফেন্স করতে চাইছে। তার পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদিবাসী মহলে গিয়ে তাঁদের প্রতি সরকারের আনুগত্যের কথা বলেছেন। এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কল্পতরু হয়ে ওঠার আভাসও দিয়েছেন। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে আদিবাসী ভোট নিজেদের দিকে ফেরাতে তৎপর তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যে আদিবাসী ভোটকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারও। তাই আদিবাসীদের জন্য রাজ্যে তরফে একাধিক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

এর পর দুয়ের পাতায়

বিজেপির জয়ের পথ সুগম করছে আপ

রাহুল গান্ধী তবু আশাবাদী মোদী-রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি: মোদী-রাজ্যে মহারণের দামামা বেজে গিয়েছে। এই অবস্থায় গুজরাতে বিজেপির চ্যালেঞ্জার হয়ে ওঠার লড়াইয়ের কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে আপ। কিন্তু কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের সেভাবে সাড়া নেই। তাতেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা বেড়েছে। তবে কি কংগ্রেস মোদী-রাজ্যে পিছু হটতে শুরু করেছে। কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্কে আপ থাবা বসাতে পারে, এমন সম্ভাবনার পরও কেন নিশ্চুপ কংগ্রেস?

গুজরাতে গতবার স্বল্প ব্যবধানে জিতে ক্ষমতা ধরে রাখতে পেরেছিল বিজেপি। কংগ্রেস প্রায় হারিয়েই দিয়েছিল তাদের। সেবার রাহুল গান্ধী সামনে দাঁড়িয়ে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এবার তিনি ভারত জোড়ো যাত্রায় ব্যস্ত। তিনি ভারত পরিক্রমায় বেরিয়ে বিশাল মিছিল নিয়ে ভোটের মধ্যে গুজরাতে প্রবেশ করবেন না। এ মাসে তিনি মহারাষ্ট্র পরিক্রমা করবেন। তাহলে গুজরাতের কী

হবে? কংগ্রেস কি তবে লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে দেবে আম আদমি পার্টিকে। বিজেপির প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে উঠবে আম আদমি পার্টি। সে সম্ভাবনা অবশ্য খারিজ করে দিয়েছেন রাহুল গান্ধী। তিনি স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন, গুজরাতের প্রদেশ কংগ্রেসের উপর তাঁদের সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে, তাঁরাই এবার বিজেপিকে হারিয়ে ক্ষমতা দখল করবে।

একটা প্রশ্ন উঠেই যাচ্ছে, আম আদমি পার্টি কি ভাগ বসাবে কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্কে? সেই প্রশ্নের উত্তরে কংগ্রেস সাংসদ বলেন, মানুষ জানে বিজেপিকে কে হারাতে পারবে। তাই আম আদমি পার্টি লম্ফঝম্ফ করলেও কিছু করতে পারবে না। কংগ্রেসের সঙ্গেই লড়াই হবে বিজেপির। এবং সেই ভোটে বিজেপিকে হারিয়ে কংগ্রেস এবার সরকরা গঠন করার ব্যাপারে আশাবাদী বলে জানান তিনি। সম্প্রতি কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। তারপরই তিনি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেন।

এর পর দুয়ের পাতায়

9733684773
mazed.sk13@gmail.com
M Enterprise
Prop.- Sk. Mazed
Govt. Contractor of Civil, Mechanical & General Order Suppliers & Transporter
Residence : VilL-Barsundra, P.O.-Iswardaha Jalpai, Dist.-Purba Medinipur, Pin-721654
Office : Barsundra Bat Tala, Haldia, Purba Medinipur

9733684773 / 7797147865 enterprisem73@gmail.com
Vehicle & Machinaries Rental Service.

মানব অভিযানের মহড়ায় চাঁদে পাড়ি নাসার

ওরিয়ন মহাকাশযান নিয়ে রকেটের উৎক্ষেপণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওরিয়ন মহাকাশযান নিয়ে আর্টেমিস ওয়ান রকেট পাড়ি দিল চাঁদের উদ্দেশে। তিনবারের প্রচেষ্টায় ইতিহাস তৈরি করল নাসা। চাঁদে মানুষ পাঠানোর মহড়ায় অবশেষে শুরু হল অভিযান। অ্যাপোলো মিশনের অনুরূপ আর্টেমিস মিশন সমস্ত বাধা কাটিয়ে বুধবার বেলা ১২টা ১৭ মিনিটে উড়ে গেল মহাকাশে।

এদিন উৎক্ষপণের প্রায় আট মিনিট পর কোর স্টেজের ইঞ্জিনগুলি কেটে যায়। মূল স্টেজটি রকেট থেকে পৃথক হতে শুরু করে। তারপর ওরিয়ন মহাকাশযানটি অন্তর্বর্তী ক্রায়োজেনিক প্রপালশন স্টেজ দ্বারা চালিত হয়েছিল। নাসার ওরিয়ন মহাকাশযান চারটি সৌর অ্যারেও মোতায়েন করে। নাসার তরফে জানানো হয়েছে, এই সৌর অ্যারেগুলি চাঁদের কক্ষপথ ছেড়ে পৃথিবীতে ফিরে যাওার জন্য ওরিয়েনকে শক্তি জোগাবে।

এদিন সকাল সাড়ে ১০টা থেকে সাড়ে ১২টার উইন্ডো সিস্টেমে আর্টেমিস ওয়ান যাত্রা শুরু করে চাঁদে। ১২টা ১৭-য় কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে সফল উৎক্ষেপণের পর নাসার বিজ্ঞানীরা নিশ্চিয় ৫০ বছর পর তাঁদের মানব অভিযানের দুয়ার খুলে যাবে। উল্লেখ্য, নাসা আর্টেমিস মিশন শুরু করেছে চাঁদে মানব অভিযানের উদ্দেশে। ৫০ বছর আগে অ্যাপোলো মিশনে চাঁদে গিয়েছিল নাসা। তারপর আর্টেমিস মিশনে নভশ্চররা তারা পাড়ি দেবে চাঁদে।

নাসা জানিয়েছে, এই প্রথম এসএলএস রকেট ও ওরিয়ন মহাকাশযান একসঙ্গে চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দিল। আর্টেমিস ওয়ান মিশন এবার কার্যত অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করে দেখাল। আর আর্টেমিস মিশন ওয়ান সফল হওয়ার পর নাসা বার্তা দিল, ''আমরা যাচ্ছি।'' আড়াই মাস বিলম্বিত হল এই মিশনের, তবে চন্দ্রাভিযানে এক বড় লক্ষ্য নিয়ে পাড়ি দিল নাসার মহাকাশযান।

নাসার এই আর্টেমিস মিশন শুধু চাঁদে মানুষ পাঠানোর জন্য নয়, এরপর মঙ্গলেও শুরু হবে মানব অভিযান। এই আর্টেমিস ওয়ান পাঠানো হচ্ছে চাঁদ ও মহাকাশে জৈব পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার আর্টেমিস মুন মিশনের প্রথম পর্ব সফল হলে আর্টেমিস-২ মানব অভিযানে চাঁদের কক্ষপথে যাবে। তারপর আর্টেমিস-৩ অবতরণ করবে চাঁদে। তারপর মঙ্গলে।

নাসা চাঁদে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা সফল করার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে ২০২৫-এর মধ্যে। আর ২০৩০-এর মধ্যে মঙ্গলে মানব অভিযান করবে নাসা। এদিন তৃতীয় প্রচেষ্টায় আর্টেমিস মিশন শুরু করতে সফল হন নাসার বিজ্ঞানীরা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনেক আশা নিয়ে নাসার চন্দ্রযান আর্টেমিস ওয়ানকে ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস স্টেশনে সংযোগ করছিল। কিন্তু তারপরেই আঘাত হেনেছিল হারিকেন নিকোলে। তবে এবার তা কাবু করতে পারেনি বিজ্ঞানীদের।

ইউক্রেনের খেরসন থেকে রুশ সেনা প্রত্যাহারের পর 'স্বাধীনতার আনন্দ' নাগরিকদের। ডিনিপার নদীর তীরে সেনাবাহিনীর সঙ্গে এক ফ্রেমে।

মমির শরীরে সাত মাসের ভ্রূণ !

হাড়ের চিহ্ন ধরে তৈরি হল অন্তঃসত্ত্বার মুখও

বিশেষ প্রতিনিধি: ফের নতুন করে তৈরি হল মমি-রহস্য। এবার কেন্দ্রে প্রাচীন মিশরের এক রহস্যময়ী। সারা বিশ্বেই বরাবরই প্রাচীন মিশর নিয়ে অদম্য কৌতূহল। বিশেষ করে যাঁরা প্রত্নতত্ত্ববিদ তাঁদের কাছে এই মিশরের আকর্ষণ তীব্র। একটাই কারণ— মমি। মমি নিয়ে চর্চা এত দূর বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে যে, এখন কোনও মমির মুখ কেমন হতে পারে, বলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে তা-ও। সম্প্রতি এমনই এক ঘটনা ঘটেছে। যাতে ফরেন্সিক এক্সপার্টরা একটি মমির শরীরে জীবন্ত নারীর মতো লাবণ্যময় মুখ তৈরি করে দিতে পেরেছেন। তার ক্ষেত্রে একটু বিরল ঘটনাও ঘটেছে। প্রাচীন মিশরের এই রহস্যময়ী মৃত্যুর সময়ে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তাঁর শরীর থেকে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যথাসময়ে বের করে নেওয়া হলেও ভ্রূণটি রয়ে গিয়েছিল যথাস্থানেই।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে জানা গিয়েছে, মিশরের প্রাচীন ওই রহস্যময়ী ছিলেন ৭ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। প্রত্নবিজ্ঞানীদের দল এই নারীর ভ্রূণ নিয়ে নানা গভীর পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু সব চেয়ে বেশি যে প্রশ্নটি তাঁদের ভাবিয়েছে, সেটা হল, কেন ওই রহস্যময়ীর শরীর থেকে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যথাসময়ে বের করে নেওয়া হলেও ভ্রূণটি রয়ে গেল যথাস্থানেই? একটাই সম্ভাব্য উত্তর পেয়েছেন তাঁরা। যখন এই মৃতা তরুণীর দেহকে মমিতে রূপান্তরিত করা হচ্ছিল তখন যাঁরা কাজটি করেছিলেন, তাঁরা ভেবেছিলেন, ভ্রূণটি যতক্ষণ গর্ভে থাকবে ততক্ষণই শিশুটি তার মায়ের কাছ থাকবে। আসলে মমির ধারণাটাই তো সেটা। মমিকে এক অর্থে জীবন্তই মনে করা হয়। ফলে মৃতা মায়ের সঙ্গেই মৃত সন্তানকে রেখে দেওয়ার এই ভাবনা খুব অসম্ভব একটা চিন্তা নয়।

ইদানীং মমিকে 'রি-হিউমানাইজ' করার একটা নতুন প্রবণতাও প্রত্নতত্ত্ববিদদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। অন্য কিছু নয়। শুধু এটুকুই যে, জীবিতকালে কেমন দেখতে ছিলেন তাঁরা? এ জন্য টু-ডি বা থ্রি-ডি প্রযুক্তিকৌশল প্রয়োগ করে ফেসিয়াল রিকনস্ট্রাকশন করা হচ্ছে। যা এই রহস্যময়ীর ক্ষেত্রেও করা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে প্রাচীন

মিশরের ওই রহস্যময়ী মারা গিয়েছিলেন কুড়ির ঘরে। মানে, তখন তাঁর বয়স ছিল ২০-২৯-এর মধ্যে। কেন এত কম বয়সে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মারা গেলেন ওই তরুণী? গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে এই চমকপ্রদ তথ্য। ওই তরুণী হয়তো ক্যানসার থেকে ভুগছিলেন।

এই প্রজেক্টে যুক্ত আছেন ছানতাল মিলানি নামের এক ইটালিয়ান ফরেন্সিক অ্যানথ্রোপলজিস্ট। তিনি বলছেন, আমাদের হাড় ও করোটি থেকে কেমন ছিল আমাদের মুখ তার অনেকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। কেননা করোটি খুব স্পেসিফিক। ফলে, এর থেকে মুখের প্রকৃত আকার সম্বন্ধে একটা ধারণা করা সম্ভব। সেই হাড়ের চিহ্ন ধরেই মিশরের এই প্রাচীন রহস্যময়ীর মুখও নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। এখন আপনিও অনায়াসে এই মহিলার মুখের দিকে তাকাতে পারবেন?

'যুদ্ধের জন্য তৈরি থাকো', সেনাকে নির্দেশ চিনা প্রেসিডেন্ট জিনপিংয়ের

বেজিং: নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে দেশের সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত হওয়ার বার্তা দিলেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। কিছুদিন আগেই তিনি ফের কমিউনিস্ট পার্টি অফ চিন-এর সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন। আর তার পরই সেনাকে এমন নির্দেশ দিলেন তিনি।

শি জিনপিং-এর সেনাবাহিনীকে দেওয়া এই নির্দেশ ভারত ও তাইওয়ানের পাশাপাশি ড্রাগনের প্রতিবেশী সব দেশের উদ্বেগ বাড়াতে চলেছে। জিনপিং তাঁর সেনাবাহিনীর জয়েন্ট অপারেশন কমান্ড সেন্টার পরিদর্শন করার সময় পিপলস লিবারেশন আর্মিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন।

বর্তমানে দক্ষিণ চিন সাগরে অবস্থানরত দেশ, এমনকী ভারতের সঙ্গেও চিনের তীব্র দ্বন্দ্ব চলছে। জিনপিং গত মাসে তাঁর ক্ষমতা ধরে রেখে চিনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নিজের দখল আরও শক্ত করেছেন। এর পরই ৬৯ বছর বয়সী জিনপিংয়ের এই আদেশ শিগগির কিছু কঠোর পদক্ষেপের সম্ভাবনা তৈরি করছে।

জিনপিং বর্তমানে তিনটি শক্তিশালী পদে রয়েছেন। তিনি টানা তৃতীয়বারের মতো চিনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন।

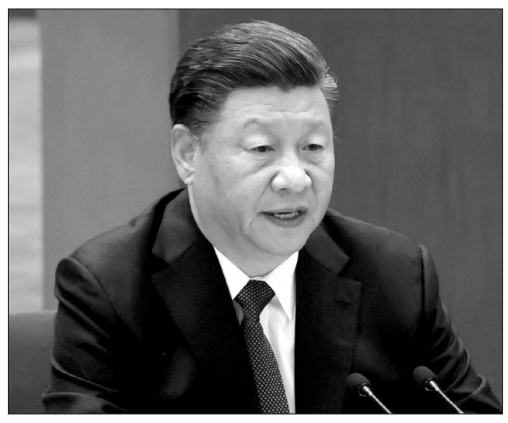

চিনের শাসক দল কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশনের (সিএমসি) প্রধান হয়ে তিন বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়েছেন। এই অবস্থায় তাঁর দেওয়া যুদ্ধের নির্দেশের প্রতিবাদ করার মতো চিনে কেউ নেই। চিনের সরকারি খবর সংস্থা সিনহুয়া জানিয়েছে, সিএমসি প্রধান হিসেবে জিনপিং মঙ্গলবার কমান্ড সেন্টার পরিদর্শন করেন। সেই সময় তিনি চিনা সেনার উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, বিশ্ব এখন অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সেই কারণে চিনের নিরাপত্তা স্থিতিশীল নয়। জাতীয় নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ-এর মুখে পড়তে পারে। তাই চিনের সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে। সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের ক্ষমতা বাড়াতে পূর্ণ শক্তিও দেখাতে হবে। জিনপিং শুধু সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেননি। তিনি সেনাবাহিনীকে সর্বদা অ্যাকশন মোডে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। সেনাবাহিনীকে তাদের পূর্ণ শক্তি ব্যবহার করতে বলেছেন। তিনি বলেন, সেনাবাহিনীকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে যাতে আদেশ পাওয়া মাত্রই যুদ্ধ শুরু করা যায়।

চিন বর্তমানে দক্ষিণ চিন সাগরের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে ভিয়েতনাম থেকে জাপান পর্যন্ত সব দেশের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাড়াচ্ছে। এর বাইরে তাইওয়ানে নিজেদের দখল কায়েম করতে তারা স্পষ্টভাবে যুদ্ধের পথ নেওয়ার কথাও বলেছে। পূর্ব লাদাখের অনেক জায়গায় চিনা সেনাবাহিনী পিছু হটেছে। কিন্তু এখনও ভারতীয় সেনার সঙ্গে পিএলএ-র বিরোধ পুরোপুরি কাটেনি।

হিজাব-বিরোধী আন্দোলন

প্রথম মৃত্যুদণ্ড দিল ইরান আদালত

তেহরান: হিজাব বিরোধী আন্দোলনে গত কয়েক মাস ধরে বারবার উত্তপ্ত হয়েছে ইরান। পুলিশি হেফাজতে মাহসা আমিনির মৃত্যুর প্রতিবাদে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন ইরানের বাসিন্দারা। এবার এই বিক্ষোভে পা মেলানোর জন্য সরকার বিরোধী এক প্রতিবাদীকে মৃত্যুদণ্ড দিল ইরানের এক আদালত। এছাড়া আরও ৫ জনকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। হিজাব বিরোধী আন্দোলনে এই প্রথম কোনও সাজা শোনাল তেহরানের আদালত।

প্রতিবাদে সামিল হওয়া, সরকারি বিল্ডিংয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া, অশান্তি ছড়ানো, জাতি সুরক্ষায় বিঘ্ন ঘটানোর কারণে এই ছয়জনকে এই সাজা শুনিয়েছে আদালত। ইরানের বিচার বিভাগ সংক্রান্ত একটি সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, তেহরানের আদালতের আলাদা আলাদা বিচারক এই রায় দিয়েছেন। সেই রিপোর্টে সাজাপ্রাপ্তদের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়নি। তবে জানা গিয়েছে তাঁরা ইরানের আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে ফের আবেদন করতে পারেন। জানা গিয়েছে, যাঁরা সরকারের কোনওভাবে বিরোধিতা করেন তাঁদের কঠোর সাজা শুনিয়ে থাকে এই আদালত। অভিযোগ উঠেছে, সরকারের পক্ষেই রায় দিয়ে থাকে তেহরানের এই আদালত। অতীতেও এরকম ঘটনার নজির দেখা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, দেশের কঠোর পোশাকবিধি অমান্য করায় নীতি পুলিশের নজরে আসেন ২২ বছরের যুবতী মাহসা আমিনি। পুলিশি হেফাজতেই তাঁর মৃত্যু হলে সারা দেশজুড়ে শুরু হয় বিক্ষোভ। সেই প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হয়েই নিজেদের চুল কাটেন বিক্ষোভকারীরা। হিজাব খুলে তা পোড়ানো হয়। পুলিশ লাঠিচার্জ ও গুলি চালিয়ে সেই প্রতিবাদ দমনের চেষ্টা করে। প্রতিবাদে অংশ নিয়ে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৩০০ জনেরও বেশি নাগরিকের। তাদের মধ্যে ২৫ জন মহিলা ও ৪৩ জন শিশু। তবে পুলিশি অভিযানে এই বিক্ষোভ থামানো যায়নি। এদিকে আট সপ্তাহে পড়ল এই বিক্ষোভ। এর মধ্যেই প্রতিবাদীদের উপর নেমে এল আদালতের মৃত্যুদণ্ড ও কারাদণ্ডের পরোয়ানা

পরীক্ষামূলকভাবে এই প্রথম ড্রোন-ট্যাক্সি প্যারিসের আকাশে

প্যারিস: প্যারিসের আশেপাশের ইলে-ডি-ফ্রান্স অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট ভ্যালেরি পেক্রেসে বলেছেন যে এই অঞ্চলটি এই উদ্যোগের জন্য আর্থিক সহায়তা করেছে কারণ তিনি এখানে ভারটিকাল টেকঅফ এবং অবতরণকারী বিমানের প্রথম যাত্রীবাহী উড়ান চান। পরীক্ষামূলক উড়ানের পাইলট পল স্টোন বলেছেন যে, এই যন্ত্রের ডিজিটাল ফ্লাই-বাই-ওয়্যার সিস্টেম এবং একাধিক রোটারের উড়ানকে সাধারণ হেলিকপ্টারের তুলনায় অনেক সহজ করে তোলে। একাধিক রোটার যুক্ত একটি বৈদ্যুতিক হেলিকপ্টার প্যারিসের কাছে প্রচলিত এয়ার ট্র্যাফিকে প্রথম উড়ান সম্পন্ন করেছে। এটি ২০২৪ সাল থেকে বাণিজ্যিক উড়ানের জন্য প্রস্তুত বলে জানা গিয়েছে। এর নাম ভলোকপ্টার টেস্ট এয়ারক্রাফট। এটি একটি বড় ড্রোনের মতো দেখতে। এতে আটটি রোটার রয়েছে। প্যারিসের বাইরে পন্টোয়েস-কোরমেইলেস এয়ারফিল্ড থেকে একজন যাত্রী নিয়ে উড়ান সম্পন্ন করেছিল। আশেপাশে অন্যান্য বিমানগুলি থাকা অবস্থায় তাদের আশেপাশে প্রদক্ষিণ করতে পেরেছিল ভলোকপ্টার।

জার্মান কোম্পানি ভলোকপ্টারের সিইও ডার্ক হোক বলেছেন যে আগামী ১৮ মাসের মধ্যে এটি শংসাপত্রের জন্য তার সব কাজ প্রস্তুত করবে। তিনি বলেছেন যে ২০২৪ সালের মধ্যে ছোট বাণিজ্যিক উড়ান চালু করার আশা করছেন তাঁরা। সেই সময় প্যারিসে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি চায় তার দুই-সিটার বিমান শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে আকাশে উড়বে। সেখানে শুধুমাত্র যাত্রীরা থাকবেন। কিন্তু পাশাপাশি তাঁরা এও স্বীকার করেছেন যে পরিকাঠামো, আকাশসীমা ইন্টিগ্রেশন এবং জনগণের গ্রহণযোগ্যতার

পরিপ্রেক্ষিতে এখনও অনেক কাজ বাকি রয়েছে। পরীক্ষামূলক উড়ানের পাইলট পল স্টোন বলেছেন যে এই যন্ত্রের ডিজিটাল ফ্লাই-বাই-ওয়্যার সিস্টেম এবং একাধিক রোটারের উড়ানকে সাধারণ হেলিকপ্টারের তুলনায় অনেক সহজ করে তোলে।

তিনি বলন, 'একটি হেলিকপ্টারে, আপনি যখন একটি নিয়ন্ত্রণ সরান, তখন তিনটি জিনিস ঘটে, এবং এটি আপনার মাথায় চাপ দেওয়া এবং আপনার পেট ঘষার মতো এটি একটি সমন্বয় অনুশীলন। এই বিমানটিতে, তারা সেই সমস্ত অসুবিধা দূর করে, এবং প্রতিটি অক্ষে এটি খুব সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এটিই এর উড়ানকে সহজ করে তোলে'।প্যারিসের আশেপাশের ইলে-ডি-ফ্রান্স অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট ভ্যালেরি পেক্রেসে বলেছেন যে এই অঞ্চলটি এই উদ্যোগের জন্য আর্থিক সহায়তা করেছে কারণ তিনি এখানে ভারটিকাল টেকঅফ এবং অবতরণকারী বিমানের প্রথম যাত্রীবাহী উড়ান চান।

বিবিধ

লক্ষ্য আদিবাসী ভোট দ্বৈরথে বিজেপি-তৃণমূল

প্রথম পাতার পর

আদিবাসীদের জন্য দুয়ারে কর্মসূচিতে জমির পাট্টা বিষয়ক ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। তাঁর সরকার কী দিয়েছে আদিবাসীদের, কী দেবে তাও তুলে ধরতে উৎসাহী মমতা। সেইসঙ্গে বীরসা মুন্ডার মূর্তি উদ্বোধন করে আদিবাসী আবেগও উসকে দেবেন তিনি।

তৃণমূল পাল্টা প্রচার শুরু করে দিয়েছে। শুভেন্দুর ভিডিওকে সামনে এনে পাল্টা প্রচার চালাচ্ছে তৃণমূলও। যে এলাকায় আদিবাসী মানুষের বাস বেশি সেই গ্রামে ও পাড়ায় গিয়ে ব্লক নেতারা জনসংযোগ করছেন। কার কী সমস্যা, তার সমাধান করছেন। নাগরিকত্ব আইন নিয়ে মানুষের কৌতুহলের জবাব দিচ্ছেন। আদিবাসী ভোট ফেরাতে ব্যর্থ হয়। তাই পঞ্চায়েত ভোটের আগে আদিবাসী ভোট ফেরাতে পরিকল্পনা করে এগোচ্ছিল তৃণমূল। বাধ সাধল অখিলের একটা মন্তব্য। বিজেপির পালে ফের হাওয়া লাগল তাতে।

এখানে উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, মালদহ, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দক্ষিণ

অখিল গিরির মন্তব্যকে আদিবাসী বিরোধী বলে প্রমাণ করে বিজেপি আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের আগে ফায়দা তুলতে পরিকল্পনা সাজাচ্ছে। রাজ্যজুড়ে প্রচারে ঝড় তুলছে গেরুয়া শিবির। তৃণমূল তাই চটজলদি জানিয়ে দিয়েছে, অখিল গিরির মন্তব্যের দায় তারা নেবে না। তড়িঘড়ি ক্ষমাও চেয়েছেন মন্ত্রী, এমনকী মুখ্যমন্ত্রীও। তৃণমূল কংগ্রেস যে অখিল গিরির এই ধরনের মন্তব্যকে সমর্থন করে না তা বারবার ফলাও করে বলা হয়েছে। অখিল গিরির ওই মন্তব্য আদিবাসী ভোটে প্রভাব পড়তে পারে, তা বুঝেই এইভাবে আদিবাসী ভোট ফেরানোর প্রক্রিয়া আরও বাড়ানো হয়েছে।

তৃণমূল থেকে যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আদিবাসীদের একটা বড় অংশ, তা তাদের বিশ্লেষণেই উঠে এসেছে। ২০১৯ সালে তৃণমূলের আদিবাসী ভোটেব্যাঙ্কে ধস নামিয়েই বাংলায় ১৮টি আসন দখল করেছিল বিজেপি। যদিও ২০২১-এ আবার সেই ভোট অনেকটাই তৃণমূল ফেরাতে সমর্থ হয়েছিল। তবে ঝাড়গ্রামে ভালো ফল করলেও বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার ভালো ফল করতে পারেনি তৃণমূল, এমনকী উত্তরের জেলা গুলিতেও তৃণমূল দিনাজপুর জেলায় বহুসংখ্যক আদিবাসীর বাস।

লোকসভা ভোটের বিধানসভাওয়াড়ি ফল অনুযায়ী ১৬টি বিধানসভার মধ্যে বিজেপির দখলে ছিল ১৩টি আর তৃণমূলের দখলে ছিল তিনটি আসন। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে ১৬টির মধ্যে তৃণমূলের দখলে যায় ৯টি আসন, বিজেপি পায় সাতটি। তৃণমূলের পক্ষে ৪৫ শতাংশ ভোট যায়, ৪৪ শতাংশের বেশি ভোট পায় বিজেপি। এখন দেখার আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে কার পাল্লা ভারী হয়। তারপর মহাসংগ্রাম ২০২৪-এর।

বিজেপির জয়ের পথ সুগম করছে আপ

প্রথম পাতার পর

কংগ্রেসের নির্বাচন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুকুল ওয়াসনিক, কেসি বেণুগোপাল, মহসিনা কিদওয়াই, গিরিজা ব্যাস, অম্বিকা সোনিরা উপস্থিত ছিলেন। ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন সোনিয়া গান্ধী। উপস্থিত ছিলেনি সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির গুজরাত বিভাগের প্রধান রঘু শর্মা, গুজরাত কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক জগদীশ ঠাকুরও। তাঁদের বৈঠকে গুজরাতের সম্ভাবনা নিয়ে জোরদার আলোচনা হয়।

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, ২০১৭ সালে যে ফল করেছিল কংগ্রেস, তা এবার ধরে রাখতে পারবে না। আসন ও ভোটের হার উভয়ই কমবে। সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে আসন সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যেতে পারে আর ভোট কমতে পারে প্রায় ১২ শতাংশ। সেই ভোট আম আদমি পার্টির ঝুলিয়ে যাবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। এর ফলে প্রায় ২০ শতাংশ ভোট পেতে পারে তারা। আসন সংখ্যাও ১৫ থেকে ২০ হতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস তা মানতে নারাজ। আম আদমি পার্টি বিজেপি ও কংগ্রেসকে জোর টক্কর দিতে তৈরি। প্রথমবার ভোট ময়দানে নেমেই চমক দিতে পারে তারা। মূলত কংগ্রেসেরে ভোট ভেঙেই তাদের উত্থান হবে। এর ফলে বিজেপি সুবিধা পাবে বলেই মনে করছে। কংগ্রেসের একাংশের অভিযোগ, আম আদমি পার্টি বিভিন্ন রাজ্যে শাখা খুলে বিজেপিরই সুবিধা করে দিচ্ছে। কার্যত বিজেপির বি টিম হিসেবে কাজ করছে। তবে কংগ্রেসের বিশ্বাস, মানুষ বুঝবেন বিজেপিকে হারাতে গেলে আম আদমি পার্টি নয়, কংগ্রেসকেই ভোট দিতে হবে। কেননা আম আদমি পার্টি এসেছে কংগ্রেসের যাত্রাভঙ্গ করে বিজেপির যাত্রাপথ সুগম করতে। এর মধ্যে আবার আম আদমি পার্টি ছেড়ে কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন ইন্দ্রনীল রাজগুরু। তিনি কংগ্রেসে ছেড়ে মাস ছয়েক আগে আম আদমি পার্টিতে যোগ দেন। তাঁকে সামনে রেখেই দল সাজাচ্ছিলেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কিন্তু তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী না করে প্রাক্তন টিভি সঞ্চালক ইসুদান গড়বিকে বেছে নেওয়ায় রাজগুরু ফিরে আসেন কংগ্রেসে। তাঁর ফিরে আসায় কংগ্রেসের লাভ হবে বলেই বিশ্বাস। কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, তাঁরা এবার ভিত শক্ত করে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামতে চলেছে। নেতাদের থেকে কর্মীদের বেশি গুরুত্ব দিয়ে ছোটো ছোটো সভা করে মানুষের কাছে পৌঁছতে চাইছে। জনসংযোগে বেশি জোর দিয়েছে। সেজন্য তাঁরা তৃণমূলস্তরে নেমে কাজ করছেন, বুথস্তরকে শক্তিশালী করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। রাহুল গান্ধী থেকে শুরু করে নবনির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে আস্থা রেখেছেন গুজরাত প্রদেশ কংগ্রেসের প্রতি।

হিন্দু মহাসভার গডসে-পূজা

প্রথম পাতার পর

যদিও মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকার দোষীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক, এই ঘটনা নিয়ে একপ্রকার মুখে কুলুপ এঁটেছে।

এর আগেও গডসের গুণগান করে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর। এমনকী কর্ণাটকে গণেশ চতুর্থীর মিছিলেও গডসের ছবি নিয়ে উল্লাসে মেতেছিল উগ্র এই সংগঠনের কর্মীরা। তাছাড়া এই বাংলাতেও দুর্গাপুজোর সময় হিন্দু মহাসভার নেতারা অসুরের মূর্তির জায়গায় গান্ধীর মুণ্ডু লাগিয়ে জোর বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন। ফলে গান্ধী বিরোধিতা হিন্দু মহাসভার ডিএনএতেই মিশে রয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সমাজবাদীরা। এমনকী সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদেরও মুখ খুলতে দেখা গিয়েছে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে। এই পদক্ষেপ যে হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের পথে আরও একধাপ এগিয়ে যাওয়া, সে বিষয়েও একপ্রকার সতর্ক করেছেন তাঁরা।

দ্য ভয়েস অব আইমা

শিশু দিবসে অভিনব উদ্যোগ হলদিয়া আইমার, ভুরিভোজের সঙ্গে উপহারও

বিশেষ প্রতিনিধি: হলদিয়া পৌরসভার অন্তর্গত আইমার ১৫ নম্বর ওয়ার্ড ইউনিট কমিটি এবং হলদিয়া আইমা পৌর কমিটির যৌথ উদ্যোগে এবং হলদিয়া সাব ডিভিশনাল আইমা অফিসের ব্যবস্থাপনায় শিশু দিবস পালিত হল গত ১৪ নভেম্বর সোমবার। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিন এই ১৪ নভেম্বর। এই দিনটিকে স্মরণ করে শিশু দিবস পালিত হয় ভারতে। এবার এই শিশু দিবসকে কেন্দ্র করে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছিল হলদিয়া ১৫ নম্বর ওয়ার্ড আইমা ইউনিট এবং হলদিয়া আইমা পৌর ইউনিট। আইমার হলদিয়া ব্লকের কর্ণধার তথা সংগঠনের যুবনেতা সেখ আধুল সেলিমের নেতৃত্বে মূলত অসহায় ও এতিম শিশুদের জন্য ভুরিভোজের ব্যবস্থা করা হয় শহরের নামকরা রেস্টুরেন্ট আলা হোটেলে। সেখানে নিয়ে গিয়ে তাদের পছন্দের খাবার অর্ডার করেন আইমা নেতৃত্ব। এছাড়াও অম্বুজা মলে তাদের ট্রয়টেনে চাপানোর ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি ওই শিশুদের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। তাছাড়া সেলিম সাহেবের নির্দেশে আইমা কর্মীরা হলদিয়ার বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি ঘুরে, অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে শিশুদের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেন। খাওয়া এবং বেড়ানোর পাশাপাশি উপহার পেয়ে দারুণ খুশি বাচ্চারা। তারা মহানন্দে, হইচই করে সারাটা দিন কাটিয়ে ঘরে ফিরে আসে। এভাবেই শিশু দিবস উদযাপন করেন আইমার সৈনিকরা। এদিনের এই আনন্দঘন মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল সেলিম ছাড়াও হাফিজুল খান, আফতাব আলি, আইমার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির সহ-সম্পাদক আমেনুর সা, জেলা কমিটির সদস্য কাজি ইব্রাহিম, জাকির হোসেন, হলদিয়া পৌর এরিয়া কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক আব্দুল মান্নান-সহ ১৫ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির সদস্য বাবু, রাজা, সারুক, কুতুব, মুস্তাকিন, মহসিন এবং ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের খায়রুল, মুস্তাকিন, সাহিদ, হলদিয়া সিটি সেন্টার আইমা অফিসের পক্ষ থেকে ধনঞ্জয় ওঝা, মোশারফ, লালু , সফি, গোরা সহ আরও অনেকে।

গেঁওখালিতে টোটো ইউনিয়নের সূচনা

বিশেষ প্রতিনিধি: গেঁওখালি ফেরিঘাট থেকে হলদিয়া বাসস্ট্যান্ড (মহিষাদল) পর্যন্ত আইমার টোটো ইউনিয়নের শুভ সূচনা হয়ে গেল গত ১১ নভেম্বর শুক্রবার। পাশাপাশি নাটশাল-১ অঞ্চলে আইমার যুব ইউনিট গঠিত হল ওইদিন। গেঁওখালি খানকাহ শরীফের কাছে রূপনারায়ণ নদীর তীরে অনুষ্ঠিত এই বিশেষ প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য যুব সম্পাদক হাজী আধুল মাজেদ, সোশ্যাল মিডিয়ার সক্রিয় সদস্য তথা পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমার অন্যতম নেতৃত্ব সাদ্দাম আলী খান, সফিকুল ইসলাম (বাচ্চু ভাই), মহম্মদ হোসেন সহ আরও অনেক বিশিষ্ট নেতৃত্ব। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা টোটো ইউনিয়ন এবং নাটশাল-১ অঞ্চল আইমা যুব ইউনিটের সহায়তায় এদিনের অনুষ্ঠানটি সফলতা লাভ করে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির ৬ষ্ঠ বর্ষ সাধারণ সভা দরবার শরিফে

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৩ নভেম্বর রবিবার অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির সদস্যদের নিয়ে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। আগামী দিনে আইমার চিন্তাধারাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এই সভা বলে জানা গিয়েছে। আইমার সদর দফতর প্রতাপপুর দরবার শরিফে আয়োজিত এই সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ। ছিলেন আইমা কর্মীদের মাথার তাজ তথা অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেব। এছাড়াও যাঁর উপস্থিতি সবসময় সংগঠনের সদস্যদের উজ্জীবিত করে, যুব সমাজের আইকন হিসাবে ইতিমধ্যেই যিনি পরিচিতি পেয়েছেন, সেই বলিষ্ঠ নেতৃত্ব তথা আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান তো ছিলেনই। পাশাপাশি সংগঠনের যুব সম্পাদক হাজি আবদুল মাজেদ, অধ্যাপক তিমিরবরণ সিনহা, বিশিষ্ট কবি-লেখক কাজি সামসুল আলম, বিষ্ণুপদ পন্ডা, হাজি জামশেদ আলি, প্রাক্তন শিক্ষক হাজি বদরুদ্দোজা, যুবনেতা সেখ আবদুল সেলিম, মোজাম্মেল মোল্লা প্রমুখ উপস্থিত থেকে এই সভার মর্যাদা বাড়িয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, প্রতি বছরই পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় সাধারণসভা অনুষ্ঠিত হয় অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে। এবছর ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করল জেলার এই সাধারণ সভা। ফলে জেলা সদস্যদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। আইমা সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান তাঁর নিজস্ব স্টাইলে বক্তব্য শুরু করেন। উপস্থিত সদস্যদের প্রতি তাঁর আহ্বান ছিল, নিয়মিত সংগঠনের হালহকিকত পর্যালোচনা করে কোনও দোষত্রুটি থাকলে তা খুঁজে বের করতে হবে। তারপর সেই ত্রুটি মেরামত করে সংগঠনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন। একইসঙ্গে বেশ কয়েকটি পৌরসভার নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে ওই সময়। যার মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার একাধিক পৌরসভাও রয়েছে। খুব সম্ভবত এইসব নির্বাচনগুলোতে আইমা সমর্থিত প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তাই এখন থেকে সঠিক প্রস্তুতি না নিলে ভোটের ময়দানে জায়গা দখল করা মুশকিল। আইমা সমর্থিত প্রার্থীরা যাতে ওইসব নির্বাচনে ভালো ফলাফল করতে পারেন তার জন্য এখন থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ে সংগঠনকে মজবুত করতে হবে বলে নিদান দেন আইমার কর্ণধার। একইসঙ্গে গত এক বছর ধরে সমগ্র পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় আইমা কী কাজ করেছে তার খতিয়ান উঠে আসে এই সভা থেকে। নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে সাংগঠনিক কাজকর্ম চালু রাখার জন্য আইমার কর্মীদের নির্দেশ দেন ভাইজান। জেলার একাধিক ব্লক বা অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধিরাও তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেন এই সভা থেকে। সবমিলিয়ে একটি মনোগ্রাহী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল প্রতাপপুর দরবার শরিফে।

দরবারে ৩০০ সদস্যকে নিয়ে বৈঠক আইমা সুপ্রিমোর

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৩ নভেম্বর রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লক আইমার কয়েকটি পুরনো ও নতুন ইউনিটের প্রায় ৩০০ জন সদস্যকে নিয়ে আইমার সদর দফতর প্রতাপপুর দরবার শরিফে একটি বিশেষ আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রথম দফায় শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লক আইমার সদস্যরা আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের সঙ্গে বৈঠক করেন। তারপর হলদিচক বেতবেড়িয়া আইমা যুব ইউনিটের সৈনিকরা সাক্ষাৎ করেন ভাইজানের সঙ্গে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দরবার শরিফে আইমা সদস্যদের উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন আইমা সম্পাদক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইমা সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা তথা বর্তমান সভাপতি হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেব। দরবারে উপস্থিত আইমার কর্মীদের বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ দেন হুজুর কেবলা ও ভাইজান। পাশাপাশি সামনের পঞ্চায়েত নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে কর্মীদের তৈরি থাকতে বলেন তাঁরা। এছাড়াও সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে তাঁদের বক্তব্য থেকে।

প্রতিক্রিয়াশীলদের খপ্পড়ে আইমাকর্মী, চলছে ধ্বংসলীলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির অধীন। মহামান্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে টেন্ডার হয়েই থাকে। গত ২৩ জুন ২০২২ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির ৯,৯৯,৯৫২ টাকার হরিবল্লভপুর মৌজার ঢালাই রাস্তার একটি টেন্ডার হয়। যার মেমো নম্বর ২০১/টেন্ডার/২০২২। এই টেন্ডারে মোট মূল্যের ৫০ শতাংশ ক্রেটেনশিয়াল উল্লেখ থাকায় এএলএম কনস্ট্রাকশন কোম্পানি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সর্বমোট চারটি এজেন্ট টেন্ডার দেয়। দুর্ভাগ্যের হলেও সত্য এএলএম কনস্ট্রাকশান কোম্পানিকে টেন্ডার প্রত্যাহারের জন্য পীড়াপীড়ি করা হয়। এক সময় প্রায় বাড়ি বয়ে এসে সংশ্লিষ্ট ব্লক কনট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ধমক দেওয়া হয়। মাথা নত না করায় উন্নয়নের টেন্ডার ঝুলিয়ে রাখা হয় প্রায় দু'মাস। পরিণামে দেখা যায় মোট চারজনের তিনজন কৌশলগতভাবে নিজ নিজ টেন্ডার প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং ৫০ শতাংশ ক্রেটেন্সিয়াল পরিবর্তন করে ৮০ শতাংশ ক্রেটেন্সিয়ালে পুনরায় একই কাজের টেন্ডার ঘোষণা করা হয় ২৫ আগস্ট ২০২২ তারিখে। যার মেমো নম্বর ২৮৪/টেন্ডার/২০২২। ফলে এএলএম কনস্ট্রাকশান কোম্পানি বাদ পড়ে যায়। ইতিমধ্যে এই কাজটি শেষও হয়ে গিয়েছে।

ওই একই দিনে অর্থাৎ ২৫ আগস্ট ২০২২ এরিয়ামালী মৌজায় একটি ঢালাই রাস্তার নতুন টেন্ডার হয়। যার আর্থিক মূল্য ৬,৭৫০,৫০ টাকা। এখানেও এএলএম কনস্ট্রাকশান কোম্পানি ৮০ শতাংশ ক্রেটেনশিয়াল টেন্ডারে অংশ নেয়। বিড়ম্বনা ঘটে এখানেও। প্রশাসনিকভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়। এএলএমকে টেন্ডার প্রত্যাহারের জন্য। যার ফলে উচ্চতর আদালতের উকিল মারফৎ একটি চিঠি ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ সালে প্রশাসনিক দফতরে দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে আর একটি ভিন্ন ঘটনা ঘটে। গত ১৮ আগস্ট ২০২২ ব্লক প্রেমিশে স্যানিটারি ম্যাট্রিনের একটি ২,৪১,৮১০ টাকা মূল্যের টেন্ডার আহ্বান করা হয়। যার মেমো নম্বর ২৭২/টেন্ডার/২০২২। সৌভাগ্যবশত তিনজন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে এএলএম কনস্ট্রাকশান কাজটি পেয়ে যায়। ওয়ার্ক অর্ডার অনুযায়ী গত ২২ অক্টোবর ২০২২ যথারীতি কাজ শুরু হয়। অবিরামভাবে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে নির্মিত কাজ। পিসিসি থেকে আরসিসি পর্যন্ত মোট তিনবার রাত্রে কাজ ভেঙে দেওয়ায় বিডিও মহাশয়কে ৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখে অভিযোগ জানানো হয়। সেইসঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ পূর্ত কর্মাধ্যক্ষকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হয়। পরবর্তীকালে ১০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে এএলএম-এর পক্ষ থেকে সরাসরি আলোচনা করতে গেলে বিডিও সভাপতি ও কর্মাধ্যক্ষ-সহ ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারগণ কেউই দায়ভার নেওয়ার ক্ষেত্রে আশ্বাস দিতে পারেননি। উল্টে এরিয়ামালী মৌজার ঢালাই রাস্তার কাজের টেন্ডার প্রত্যাহারের জন্য পীড়াপীড়ি করে ও ভেঙে দেওয়া হয় ব্লক প্রেমিশে স্যানিটারি ল্যাট্রিনের কাজগুলো পুনরায় শুরু করার ক্ষেত্রে আশাব্যাঞ্জক দিশা দিতে না পাড়ায় বর্তমানে কাজ বন্ধ রয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন এএলএম কনস্ট্রাকশান কোম্পানির মালিক আইমা পরিবারের কর্মী ও সমর্থক।

সুতাহাটায় ১০৫ টোটো চালক আইমাতে বিতরণ হল নাম্বার প্লেট ও লোগো

নিজস্ব প্রতিনিধি: সুতাহাটা আইমা টোটো ইউনিয়নের উদ্যোগে নাম্বার প্লেট ও লোগো বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সম্প্রতি। একইসঙ্গে গঠিত হল নব নির্বাচিত টোটো ইউনিয়ন কমিটি। আইমার আদর্শে প্রাণিত হয়ে সুতাহাটায় নতুনভাবে ১০৫ জন টোটো চালক আইমার টোটো ইউনিয়নে যুক্ত হলেন। আগামীদিনে আইমার আদর্শকে সামনে রেখে প্রচারের মাধ্যমে পুরো সুতাহাটা ব্লক জুড়ে টোটো চালকদের আইমার ইউনিয়নেরর সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এই অনুষ্ঠান থেকে।

অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এমন একটি সংগঠন, যেখানে মানুষে মানুষে ভেদাভেদের কুপ্রথাকে একেবারেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। ভেদাভেদকারীদের চিহ্নিত করে প্রচার চালানো হয় তাদের বিরুদ্ধে। ফলে আইমার পতাকাতলে আশ্রয় নিতে পারেন উঁচু-নীচু, ধনী-গরিব, পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সকল মানুষ। জাতপাতহীন, শ্রেণি বৈষম্যের তীব্র বিরোধী, সাম্যের প্রবক্তা আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, আইমা সংগঠন করতে গেলে বিনা স্বার্থে করতে হবে। মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে সকল সময়। তাছাড়া শাসকদলের গোলামি করলে আইমাতে তার ঠাঁই হবে না। এই আপ্তবাক্য মেনে যাঁরা চলতে পারবেন, একমাত্র তাঁরাই জায়গা পাবেন আইমাতে। সবচেয়ে বড় কথা, সংগঠনের নেতৃত্ব হিসাবে যাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হবে তাঁর নির্দেশ মেনে চলতে হবে সবাইকে। অন্যদিকে নেতৃত্ব পেয়ে গিয়ে হাতে চাঁদ পেয়ে যাবার স্বপ্ন দেখে যারা তাদের জন্য আইমা সম্পাদকের কঠিন হুঁশিয়ারিও রয়েছে। ফলে কেউ এখানে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। সুতাহাটা আইমা টোটো ইউনিয়নের নাম্বার প্লেট ও লোগো বিতরণী অনুষ্ঠানে উপরের কথাগুলো আরও একবার ঝালিয়ে নেওয়া হল। যাতে পরবর্তীতে ভুল হবার সম্ভাবনা না থাকে। এদিনের অনুষ্ঠানে সংগঠনের আরও বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন উপস্থিত নেতৃত্ব।

নতুন করে ১০৫ জন টোটো চালকের যোগদানে ওই অঞ্চলে সংগঠন আরও শক্তিশালী হল বলে মনে করা হচ্ছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই উৎফুল্ল উপস্থিত নেতৃত্ব এবং সংগঠনের একনিষ্ঠ কর্মীরা। এদিনের এই মহতী প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন জেলা ও সুতাহাটা ব্লক আইমার সদস্য হাবিবুল মল্লিক, সেখ রবিউল ইসলাম, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা টোটো ইউনিয়নের সহ সভাপতি সেখ মিসবাউল হক, সেখ রবিউল, কোষাধ্যক্ষ মুরশেদ খ ান প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন মহ. হোসেন, সাদ্দাম আলি খান, সেখ সইদুল ইসলাম, সেখ হাসিবুল, ফারহাদ আলি-সহ অন্যান্য কর্মীরা।

কাঞ্চনপুর যুব আইমার নেহরু জয়ন্তী পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনটিকে ভারতে শিশু দিবস হিসাবে পালন করা হয় অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে। কারণ প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিশুদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। স্নেহ করতেন তাদের। গত ১৪ নভেম্বর পেরিয়ে গেল পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মের আরও একটি বছর। সেই উপলক্ষে দিনটিকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল ব্লকের অন্তর্গত কাঞ্চনপুর আইমা যুব ইউনিটের পক্ষ থেকে পালিত হল তাঁর জন্মদিন।

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জওহরলাল নেহরুর অবদান কিছু কম নয়। তাঁর আমলে সমগ্র ভারতজুড়ে শিল্পায়নের ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটেছিল। তাছাড়া দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এমন একজন ব্যক্তিত্বের জন্মদিন পালন করতে পেরে যথেষ্ট উৎফুল্ল কাঞ্চনপুর আইমা যুব ইউনিটের সদস্যরা। এই ইউনিটের অন্যতম মুখ হোসেন মহম্মদ জানালেন, পণ্ডিত নেহরুর জন্ম দিবসকে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে পালন করেছে কাঞ্চনপুর আইমা যুব ইউনিটের। পাশাপাশি শিশু দিবস হিসাবেও দিনটিকে উদযাপন করা হয় বলে জানিয়েছেন তিনি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল শিশুকে উপহার হিসাবে খাতা ও চকলেট দেওয়া হয়েছে কাঞ্চনপুর আইমা যুব ইউনিটের পক্ষ থেকে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে পরিচালনা করেন কাঞ্চনপুরের টিম আইমার যুব সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ওই ইউনিটের সমস্ত নেতা ও কর্মীরা। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিবস পালনকে কেন্দ্র করে খুশির হাওয়া ছিল এলাকায়। আইমা সদস্যদের এ হেন পদক্ষেপের প্রশংসা করেন এলাকাবাসী।

নন্দকুমার ব্লকে বীরসা মুন্ডার জন্মদিন পালন করল যুব আইমা সৈনিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৫ নভেম্বর মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নন্দকুমার ব্লক যুব আইমা ইউনিটের উদ্যোগে পালিত হল বিশিষ্ট স্বাধীনতাকামী বীরসা মুন্ডার ১৪৭তম জন্মদিন। বীরসা মুন্ডার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন ওই ইউনিটের সৈনিকরা।

বীরসা মুন্ডা (১৫ নভেম্বর ১৮৭৫-৯ জুন ১৯০০) ছিলেন ভারতের রাঁচি অঞ্চলের একজন মুন্ডা আদিবাসী নেতা এবং সমাজ সংস্কারক। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য তিনি আদিবাসী মুন্ডাদের সংগঠিত করে 'মুন্ডা বিদ্রোহে'র সূচনা করেন। বিদ্রোহীদের কাছে তিনি 'বীরসা ভগবান' নামে পরিচিত ছিলেন। এহেন একজন বিপ্লবমনস্ক ব্যক্তিত্বের জন্মদিন পালন করতে পেরে গর্বিত আইমা কর্মীরা।

বেতকুণ্ডু অঞ্চল আইমা অফিসে টোটো ইউনিয়নের সদস্যদের সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত কয়েকদিন আগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গেঁওখ ালি-চৈতন্যপুর (ভায়া দাঙ্গামোড়) টোটো ইউনিয়নের সদস্যদের নিয়ে একটি আলোচনাসভা। বেতকুণ্ডু অঞ্চল আইমা অফিসে অনুষ্ঠিত এই সভায় টোটো চালকরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ওই ইউনিটের সদস্যরা। এদিন আইমার নতুন সদস্যপদ গ্রহণ করেন হিন্দু-মুসলিম মিলিয়ে প্রায় ৫০ জন। তাঁরা আইমার নীতি ও আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং সংগঠনের ভাবধারাকে সমাজে ছড়িয়ে দেবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন বলে জানা গিয়েছে। আইমার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হুজুর কেবলা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেব এবং সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেবের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে নতুন সদস্যরা আইমার ঝান্ডা ধরে এগিয়ে চলবেন বলে জানিয়েছেন। একইসঙ্গে আগামী দিনে আইমার কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বদ্ধপরিকর হন তাঁরা।

এদিনের এই মহতী কর্মকাণ্ডে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সদস্য সামসের আলি খান, সেখ আশেকুর রহমান, সেখ নুরুদ্দিন, সাদ্দাম আলি খান, হাসিবুল ইসলাম ছাড়াও যুব আইমা নেতৃত্ব মহ. হোসেন প্রমুখ।

অন্যদিকে টোটো ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ছিলেন সম্পাদক সুখেন্দু দাস, কোষাধ্যক্ষ মোরশেদ খান, সেখ হাসিবুল, রিয়াজুদ্দিন মল্লিক, সেখ ইয়াদুল, সংগঠনের স্থানীয় অঞ্চলের সভাপতি সেখ কুতুবউদ্দিন-সহ অনান্য নেতৃবৃন্দ। সোশ্যাল মিডিয়ার পক্ষ থেকে ছিলেন সেখ সামিম। সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে বেতকুণ্ডু অঞ্চল আইমা ইউনিট যে উল্লেখ যোগ্য কাজ করে চলেছে, সে বিষয়ে দিকপাত করেন একাধিক নেতৃবৃন্দ। আগামী দিনে যেন আরও ভালোভাবে আইমার কর্মপন্থাকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, সে বিষয়েও কাজ করার জন্য সদস্যদের উৎসাহিত করা হয়।

অসুস্থ ব্যক্তিকে সহায়তা নন্দকুমার ব্লক যুব আইমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবার নন্দকুমার ব্লক যুব আইমা ইউনিট সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল এক অসুস্থ ব্যক্তির দিকে। সম্প্রতি নন্দকুমার ব্লকের মহম্মদপুর গ্রামে অসুস্থ হিন্দু রোগী সূর্য সেনকে আর্থিক সহায়তা করলেন নন্দকুমার ব্লক যুব আইমা ইউনিটের কর্মীরা। চোখের অপারেশনের জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল সূর্যবাবুর। আইমার কর্মীরা সে খবর পাওয়া মাত্রই তাঁর সঙ্গে দেখা করে অর্থ সাহায্য তুলে দেন তাঁর হাতে।

আইমার দানের হাত থেকে আজ পর্যন্ত কেউ বঞ্চিত হননি। অসহায়-দুঃস্থ মানুষ যখনই আর্থিক সংকটে পড়েছে, খবর পাওয়া মাত্রই তার কাছে ছুটে গেছেন সংগঠনের কর্মীরা। আইমার বিভিন্ন ইউনিটের যে দানের রেকর্ড আছে, তার কোনও লেখাজোখা নেই। সেসব নিয়ে গর্ববোধও করেন না সংগঠনের সৈনিকরা। তাঁরা নিঃশব্দে এবং নিঃস্বার্থভাবে আর্থিক সাহায্য নিয়ে হাজির হন অসহায় মানুষের কাছে। সেখানে হিন্দু-মুসলিম কোনও ভেদ থাকে না। সূর্য সেনকে আর্থিক সহায়তা করা আইমার সেই ঐতিহ্যেরই অংশ।

কলকাতা আইমা ইউনিটের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষাদিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহা সাড়ম্বরে জাতীয় শিক্ষাদিবস পালন করল কলকাতা আইমা ইউনিট। আইমার কলকাতা ইউনিটের কর্ণধার ফয়সাল আলির উদ্যোগে এই দিনটি বিশেষভাবে উদযাপন করা হয়। কলকাতার মতো জায়গায় যে আইমা অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করছে, এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকরাই তার প্রমাণ। মূলত ফয়সাল আলির নেতৃত্বে কলকাতার বুকে সংগঠন বাড়ানোর জন্য মাটি কামড়ে পড়ে আছেন আইমার সৈনিকরা। তার ফলও মিলেছে হাতেনাতে। শূন্য থেকে শুরু করে রাজধানীর বুকে আজ একটা জায়গা তৈরি করতে পেরেছে আইমা।

এদিনের অনুষ্ঠানে জাতীয় শিক্ষাদিবস বিষয়ে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন ফয়সাল সাহেব। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসে তাঁর বক্তব্য থেকে। বিশ্বনবি হজরত মহম্মদ সা. শিক্ষা বিষয়ে যে আদর্শ প্রচার করে গিয়েছেন তা তুলে ধরেন তিনি। আজ মুসলিমদের দুরবস্থার চিত্রটা নির্মমভাবে ফুটে ওঠে তাঁর বক্তব্যে। দেশবরেণ্য নেতা তথা ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়কে জেগে উঠতে বলেন তিনি। জাতীয় শিক্ষাদিবসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে সমস্ত গ্লানি ঝেড়ে ফেলে হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য মুসলমানদের ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান ফয়সাল আলি।

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
২২ রবিউস সানি ১৪৪৪ হিজরি ০ ১৮ নভেম্বর ২০২২ ০ ১ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ ০ শুক্রবার

মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ট্র্যাজেডি

রাজনীতি বড় বালাই। তাই রাজনীতি করতে গেলে নীতির যে কোনও বালাই থাকে না, এ কথা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টির মতো একটা সাম্প্রদায়িক উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল সমস্ত নীতি আদর্শকে বিসর্জন দেবে, এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে? বিজেপির নীতিই যে ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে ভোটের ময়দানে ডিভিডেন্ড পাওয়া, এই সত্যকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই।

পরপর কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা এবং চব্বিশের লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে অনেক আগে থেকেই ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছেন মোদী-শাহরা। ফলে হিন্দু ধর্মকে তোল্লাই দেওয়ার যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে, নতুন করে সেই অস্ত্রে আবার শান দিচ্ছেন তাঁরা। এনআরসি নিয়ে ইতিমধ্যেই খুঁচিয়ে তোলা হয়েছে হিন্দুত্বের আবেগকে। এবার আবার নতুন করে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের দেশ থেকে বের করে দেবার নিদান দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বের করে দেওয়া নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। কিন্তু সংবিধানের কত নম্বর ধারা বলে একমাত্র মুসলিম ছাড়া বাকি ছয়টি ধর্ম (হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন, শিখ, পার্সি) সম্প্রদায়ের মানুষকে শরণার্থী হিসাবে গণ্য করা হল? এ প্রশ্ন কিন্তু উঠছেই। তাছাড়া অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসাবে যাদের দেখানোর চেষ্টা চলছে, সেই মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষগুলো কিন্তু এদেশেরই সন্তান। যদি তা না-ই হবে তাহলে এই অনুপ্রবেশ আটকাতে না পারার জন্য দায়ী কারা?

সম্প্রতি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাদের নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো হবে। এই মর্মে তিনি প্রতিটি রাজ্যের গোয়েন্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন, প্রাথমিক পর্বে অন্তত ১০০ জন করে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে খুঁজে বের করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। তারপর তাদের ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এতে হয়তো হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশের মুখের হাসি চওড়া হয়েছে এই ভেবে যে, যাক 'মুসলিম সম্প্রদায়ের অনুপ্রবেশকারী'দের এবার ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হবে। তবে তাঁদের খুশি হবার কোনও কারণ দেখছি না। বরং এমনটা ভাবলে বলতেই হয় তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। কেননা অমিত শাহের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থটা তাঁরা এখনও বুঝতে পারেননি। 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী' আসলে উপলক্ষ্য মাত্র। এর পিছনে রয়েছে এনআরসি কার্যকর করার নব্য পন্থা। সোজাভাবে এনআরসি চালু করার অনেক হ্যাপা জেনেই এই পন্থা অবলম্বন করেছেন মোদী-শাহ। ফলে অসমের ৪০ লক্ষ মানুষের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাবার মতো দেশের সমস্ত রাজ্যেই হিন্দুরা আগে বলি হবেন এই অমানবিক এবং বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনে। জাতীয় নিরাপত্তার জন্য প্রতি বছরই প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ছে। অথচ অবৈধ অনুপ্রবেশকারী কমানো যাচ্ছে না। এর রহস্য কী? কোথায় যাচ্ছে প্রতিরক্ষা খাতের জন্য বরাদ্দ হাজার হাজার কোটি টাকা?

বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে 'ব্যাপক জন বিস্ফোরণ' নিয়েও মুখ খুলতে দেখা গিয়েছে অমিত শাহকে। 'জনসংখ্যা বৃদ্ধি'র জন্য যে 'মুসলিম সম্প্রদায়ই দায়ী', ঠারেঠোরে সে কথাও বুঝিয়ে দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্টই বলছে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের জনসংখ্যা উল্লেখ্যযোগ্য হারে কমেছে বিগত কুড়ি বছরে। তাহলে কি সরকারে থাকার পরেও নিজেদের দেওয়া রিপোর্ট বিশ্বাস করেন না মোদী-শাহরা? নাকি ক্ষমতার লোভ তাঁদেরকে এতটাই অন্ধ করে দিয়েছে যে, নির্দ্বিধায় মিথ্যা বলতেও তাঁদের আটকায় না? মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফানুস উড়িয়ে একটা উগ্র সাম্প্রদায়িক দল ভোটের বাজারে লাভের গুড়টুকু খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর বোকা জনতা জনার্দন হিন্দু মুসলমান করে মরছে। গণতান্ত্রিক ভারতে এর চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি আর কী হতে পারে!

ভারতের বুকেও ঘটেছে বহু কলঙ্কিত রাজনৈতিক হত্যা

মু. এনামুল হক

ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড শুরু হয় ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি ভারতের জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী হত্যার মাধ্যমে। আবার ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর এই উপমহাদেশের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে এক চাপা আতঙ্ক জন্ম নেয়। আর এভাবেই ভারতীয় উপমহাদেশে নিয়মিত বিরতিতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হত্যার শিকার হচ্ছেন।

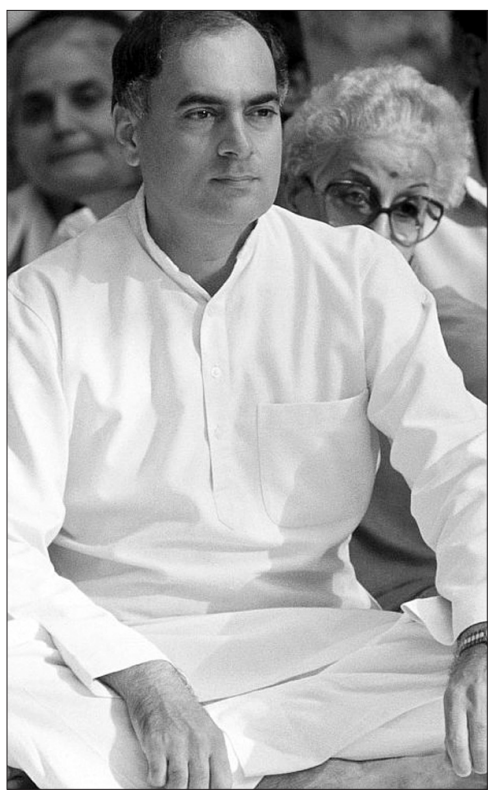

সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ওপর প্রাণঘাতী হামলা নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে বিশ্বজুড়ে। তবে এর আগেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে হত্যা করা হয়েছে। বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে এই ধরনের ঘটনা বেশি ঘটেছে এবং বারবার ঘটেছে। হিংসা, ক্ষমতার রাজনীতি, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, বংশীয় রাজনীতি, ধর্মীয়ও মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব-সহ বিভিন্ন কারণে এই ধরনের কলঙ্কিত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। হাজারো জনপ্রিয়তা আর যাঁদের বলিষ্ঠ ভূমিকার মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়েছিল এবং দেশ ও দেশের জনগণের জন্য যাঁরা সারাজীবন কাজ করেছেন, দুঃখজনক হলেও সত্য সেই দেশের মানুষ আবার তাঁদেরকে হত্যা করেছে। শুধু রাষ্ট্রপ্রধানের তালিকা করলে এই তালিকা অনেক বড় হবে। ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড শুরু হয় ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি ভারতের জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী হত্যার মাধ্যমে। আবার ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর এই উপমহাদেশের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে এক চাপা আতঙ্ক জন্ম নেয়। আর এভাবেই ভারতীয় উপমহাদেশে নিয়মিত বিরতিতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হত্যার শিকার হচ্ছেন। এখানে এমন কয়েকটি হত্যাকাণ্ড নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

মহাত্মা গান্ধী

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী অহিংস মতবাদ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি সকলের কাছে 'মহাত্মা গান্ধী' নামে সমধিক পরিচিত। তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে 'মহাত্মা' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগামী ব্যক্তিদের একজন। ভারত সরকারিভাবে তাঁর সম্মানার্থে তাঁকে ভারতের জাতির জনক হিসেবে ঘোষণা করেছে। অন্যতম রাজনীতিক মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পর যেসব ব্যক্তি তাঁদের কর্ম দিয়ে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম অবদান হল স্বদেশী আন্দোলন গড়ে তোলা। তিনি স্বদেশী আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে ভারতীয়দেরকে বিদেশি বস্ত্র ও পণ্য বর্জন করার জন্য আহ্বান করেন। তিনি নিজেও বিলেতি পণ্য বর্জন করে খাদির চাকা ঘুরিয়ে বস্ত্র তৈরি করে তা পরিধান করতেন। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। নতুন দিল্লির বিড়লা ভবনের মাঝে রাত্রিকালীন পথসভা করা অবস্থায় নাথুরাম গডসে নামে এক উগ্র হিন্দু তাঁকে হত্যা করে।

গান্ধীজি ছিলেন এক অন্যরকম নেতা, তিনি রক্তপাত পছন্দ করতেন না। প্রাণী হত্যা হবে বলে ডিম পর্যন্ত খেতেন না। যিনি সারা জীবন জীব হত্যার বিপক্ষে ছিলেন অথচ তাঁকেই হত্যা করা হল। হিন্দু ধর্মকে তাঁর প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। অথচ উগ্র হিন্দুত্ববাদের হাতেই তাঁর প্রাণ গেল। ১৯৪৯ সালে ভারতের আদালত তাঁর হত্যাকারী নাথুরামকে ফাঁসির আদেশ দেয় এবং ওই বছরই ১৫ নভেম্বর পাঞ্জাবের আম্বালা জেলে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

ইন্দিরা গান্ধী

ইন্দিরা গান্ধী ভারতের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী ও একমাত্র নারী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর নাম ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী গান্ধী নেহেরু। তাঁর ঠাকুরদাদা মতিলাল নেহেরু একজন প্রথম সারির কংগ্রেস নেতা ছিলেন। তাঁর পিতা জওহরলাল নেহেরু ছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তাঁর ছেলে রাজীব গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূ সোনিয়া গান্ধী ও নাতি-নাতনি রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী।

একটি বিষয় অনেকে মনে করেন যে, ইন্দিরা গান্ধীর সাথে মহাত্মা গান্ধীর পারিবারিক সম্পর্ক আছে। আসলে এটা একটা ভুল ধারণা। তিনি ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত তিন মেয়াদে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এরপর ১৯৮৪ সালে আবার প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ইন্দিরা গান্ধী পরিচিত হয়ে ওঠেন তাঁর অভাবনীয়ভাবে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার কঠোর মনোভাবের জন্য। তিনি পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে। এই যুদ্ধে বিজয়ের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম। এর ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে ও ভারতে তার প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায়। ইন্দিরা গান্ধীকে ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবরে দুইজন শিখ দেহরক্ষী সতওয়ান্ত সিং ও বেয়ান্ত সিং গুলি করে হত্যা করে। এর কয়েকমাস আগেই ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে পাঞ্জাবের অমৃতসরে শিখদের স্বর্ণমন্দিরে অভিযান চালানো হয় এবং এই অভিযানে অনেক শিখকে হত্যা করা হয় ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। অনুমান করা হয় এই ক্ষোভের জের হিসেবে ইন্দিরা গান্ধীকে তাঁর দেহরক্ষীরা হত্যা করে। ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকারী বেয়ান্ত সিংকে ঘটনাস্থলেই অন্যান্য দেহরক্ষীরা গুলি করে হত্যা করে। হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী সাতওয়ান্ত সিংকে ১৯৮৯ সালে দিল্লির তিহার জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়।

রাজীব গান্ধী

মাত্র ৪০ বছর বয়সে ভারতের সপ্তম প্রধানমন্ত্রী হন রাজীব গান্ধী। তিনি ছিলেন বিশ্বের অন্যতম তরুণ প্রধানমন্ত্রী। ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর মায়ের মৃত্যুর পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। লন্ডনের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ইতালির যুবতী সোনিয়া মাইনোর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পরে ১৯৬৮ সালে নয়াদিল্লিতে তিনি সোনিয়ার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সেই সোনিয়া মাইনোর বর্তমানে গান্ধী পরিবার ও কংগ্রেসের অন্যতম কর্ণধার। ১৯৯১ সালের ২১ মে এক নির্বাচনী জনসভায় আততায়ীর হাতে খুন হন রাজীব গান্ধী। জনসভায় এক নারী তাঁর পায়ে কুর্নিশ করা অবস্থায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে ঘটনাস্থলেই রাজীব গান্ধী-সহ আরও ১৭ জন নিহত হন। ১৯৮৯ সালে সরকারে থাকা অবস্থায় তিনি শ্রীলঙ্কায় সেনা পাঠিয়ে এলটিটি বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেন এবং তিনি ঘোষণা করেন আবার ক্ষমতায় এলে আরও সৈন্য পাঠাবেন। এই কারণে অনেকের ধারণা রাজীব গান্ধীর হত্যার পিছনে এলটিটির হাত রয়েছে। এই ঘটনায় শ্রীলঙ্কার তামিল টাইগারদের সাত সদস্য সন্থন, নলিনী, পেরারিভালান, মুরুগান, রবার্ট পায়াস, জয়কুমার এবং রবিচন্দনকে দোষীসাব্যস্ত করে শাস্তি দেওয়া হয়।

জীবন বদলের বাণী

জীবনে প্রগতির আশা ব্যক্তিকে যেকোনও প্রকার ভয় এবং সন্দেহ থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করে।
—নেতাজি

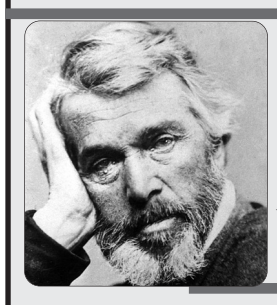

একজন মহান ব্যক্তির মহত্ব বোঝা যায় ছোটো ব্যক্তিদের সঙ্গে তার ব্যবহার দেখে।
—কার্লাইন

যে জ্ঞান অর্জনের খোঁজে বের হয়, সে আল্লাহর পথে বের হয়।
—তিরমিযী

তিরমিযী শরীফ (সব খন্ড)

একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি আরেকজন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করতে পারে না। *—শেখ সাদী*

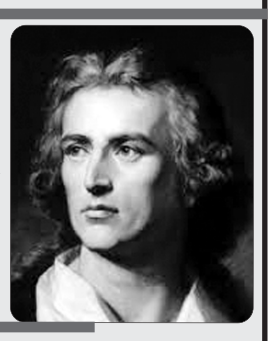

আমরা জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি না বলে আমাদের শিক্ষা পরিপূর্ণ হয় না। *—শিলার*

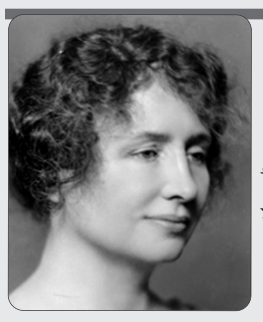

শিক্ষার চূড়ান্ত ফল হচ্ছে সহনশীলতা। *—হেলেন কেলার*

জানা-অজানা

দেশের দীর্ঘতম এবং ক্ষুদ্রতম বিমান রুটের হদিশ মিলবে কোথায়

শীত পড়ছে। ২০২২ সালের জন্য ৩০ অক্টোবর থেকে শীত মরশুম ধরে নিয়ে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ২১,৯৪১ টি সাপ্তাহিক উড়ানের অনুমোদন করেছে। আগে সমস্ত উড়ান সংস্থা মিলিয়ে দৈনিক মোট ৩,১৩৪টি উড়ানের অনুমোদন দেওয়া হত। ২০১৯ সালের শীতকালেও এই একই সংখ্যক উড়ানকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল ভারতে। তার পর করোনা অতিমারীর সময় সব কিছু বন্ধ হয়ে যায়।

নতুন নিয়ম প্রবর্তনে প্রথম দিনে বিমান উড়ান সংস্থাগুলি ২,৬৮৭টি উড়ান পরিচালনা করেতে পেরেছে। এটি প্রত্যাশিতই ছিল। মনে করা হয়েছিল প্রথম দিনেই ৩,১৩৪টি বিমান উড়তে পারবে; এমনটা নয়। ২০২২ সালের গ্রীষ্মকালীন অনুমোদিত উড়ানের তুলনায় এটি প্রায় ১০ শতাংশ বেশি। যাই হোক, প্রতিটি সময়সূচি ভারতে কিছু আকর্ষণীয় রুট-এর সংমিশ্রণ তুলে ধরে। অ্যালায়েন্স এয়ার, দেশের একমাত্র সরকার-নেতৃত্বাধীন বিমান সংস্থা। তারা গুয়াহাটি এবং শিলচরের মধ্যে মাত্র ৫৮ কিলোমিটারের একটি উড়ান শুরু করেছে। এটিই দেশের সবচেয়ে ছোটো রুট। এয়ারলাইনটি সপ্তাহে তিনবার এই উড়ান পরিচালনা করে। দীর্ঘতম রুটের রেকর্ডটি অবশ্য রয়েছে এয়ার ইন্ডিয়ার ভাঁড়ারে। দিল্লি থেকে পোর্টব্লেয়ার প্রায় ২,২৮২ কিলোমিটার পথে একটি বিরতিহীন উড়ান পরিচালনা করে এয়ার ইন্ডিয়া।

এতদিন পর্যন্ত দেশের মধ্যে সব থেকে কম দূরত্বের এটিআর রুটে বিমান চালাত শীর্ষস্থানীয় বিমান সংস্থা ইন্ডিগোর। শিলচর এবং শিলংয়ের মধ্যে সপ্তাহে তিনদিন চলত এই বিমান। ১৩৪ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় লাগত ৪০ মিনিট। ফ্লাইবিগ-ও গুয়াহাটি এবং রূপসির মধ্যে তার সবচেয়ে ছোট রুটে বিমান চালায়, যার দূরত্ব মাত্র ১৬৭ কিলোমিটার। স্পাইসজেট ভারতে কিউ৪০০-এর একমাত্র অপারেটর যারা টার্বোপ্রপের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ততম রুটে বিমান চালায়। দিল্লি এবং জয়পুরের মধ্যে ২৩০ কিলোমিটার। এয়ারলাইনসের বোয়িং বিমান জম্মু এবং শ্রীনগরের

মধ্যে ১৪৩ কিলোমিটারের পথ পাড়ি দেয়। এটিও যথেষ্ট ছোটো রুটের উড়ান।

সমস্ত এয়ারবাস অপারেটর, এয়ার এশিয়া ইন্ডিয়া এবং গো ফার্স্ট, যথাক্রমে দিল্লি-জয়পুর-দিল্লি এবং জম্মু-শ্রীনগর-জম্মু রুটে খুব সংক্ষিপ্ত পথে উড়ান চালায়। টাটা গ্রুপ এয়ারলাইন, ভিস্তারা, জম্মু-শ্রীনগর-জম্মুও রুটেও সংক্ষিপ্ত উড়ান পরিচালনা করে। এ ছাড়া, কন্নুর থেকে কালিকটের মধ্যে এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ানটি এয়ারলাইনের জন্য সবচেয়ে কম পথের উড়ান। মাত্র ৯৫ কিলোমিটার। এটি দেশের সংক্ষিপ্ততম ন্যারো-বডি উড়ানও। নবাগত আকাসা এয়ারের গুয়াহাটি-আগরতলা রুটটি ২৪৮ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয়। এয়ারলাইনের জন্য এটি সবচেয়ে ছোটো রুট। পাশাপাশি আঞ্চলিক অপারেটর স্টার এয়ার, বেঙ্গালুরু-হুব্বালি রুটে তাদের বিমান বহরে একটি ই১৭৫এস অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছে।

এয়ার ইন্ডিয়া দিল্লি থেকে পোর্ট ব্লেয়ার পর্যন্ত দেশের দীর্ঘতম রুট পরিচালনা করে। ইন্ডিগোর দীর্ঘতম রুটে বিমান পোর্টব্লেয়ার থেকে মুম্বই পর্যন্ত যাতায়াত করে। এই ২,২৭৯ কিলোমিটার পথ পেরোতে বিমানে সময় লাগে ৩ ঘণ্টা ২৫ মিনিট। ইন্ডিগোর এটিআর বহর আহমেদাবাদ থেকে কোলাপুর পর্যন্ত ৭৩২ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয় ২ ঘণ্টা ১০ মিনিটে। আবার ফ্লাইবিগ-এর উড়ান গুয়াহাটি থেকে পটনা পর্যন্ত ৬৫২ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয়, এয়ারলাইনের জন্য দীর্ঘতম রুট তো বটেই।

অ্যালায়েন্স এয়ারের জন্য সবচেয়ে দীর্ঘ রুটটি হল কলকাতা থেকে লীলাবাড়ি পর্যন্ত। ২ ঘণ্টা ১০ মিনিটের এই উড়ানটি পাড়ি দেয় ৭৬৬ কিলোমিটার পথ। ১,৪৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ বেঙ্গালুরু-গোয়ালিয়র রুটে কিউ৪০০ পরিচালনা করে স্পাইসজেট। এটি দেশের দীর্ঘতম টার্বোপ্রপ উড়ান।এয়ার এশিয়া ইন্ডিয়া, গো ফার্স্ট-এর মতো সমস্ত এয়ারবাস অপারেটর যথাক্রমে দিল্লি-কোচি-দিল্লি এবং দিল্লি-বেঙ্গালুরু-দিল্লি তাদের দীর্ঘতম রুট পরিচালনা করে। ভিস্তারা দিল্লি-ত্রিবান্দ্রম-দিল্লি রুটে ২,২৩২ কিলোমিটারের দীর্ঘতম পথে বিমান উড়ান পরিচালনা করে থাকে। আকসা এয়ার বেঙ্গালুরু থেকে গুয়াহাটির তার দীর্ঘতম রুটের উড়ান পরিচালনা করে থাকে।

সমীক্ষা রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, দিল্লি থেকেই সর্বাধিক সাপ্তাহিক উড়ান শুরু হচ্ছে, মোট ৩, ২১৪টি। এর পরেই রয়েছে মুম্বই, সেখানে সর্বাধিক ৩,২১৪ টি উড়ান শুরু হয়। এর পর বেঙ্গালুরুতে মোট ১,৮৭৬টি এবং হায়দরাবাদে ১,১৯৪টি উড়ান শুরু হয়। চেন্নাই একমাত্র বিমানবন্দর যেখান থেকে প্রতি সপ্তাহে এক হাজারের বেশি ঘরোয়া বিমান ওড়ে। সেখানে সংখ্যাটা ১০০৩। শীতের মরশুম আরও একটু এগোলে আরও অনেক বিমানবন্দরেই বিমান ওঠানামার হার বাড়বে বলে আশা। এর মধ্যে রয়েছে রাউরকেলা, গোয়া, হলঙ্গি-সহ আরও কিছু বিমানবন্দর।

বিশ্ব সুসারি

৮০০ কোটির 'দুয়ারে' বিশ্ব

তেইশেই চিনকে টপকে প্রথম হতে পারে ভারত

রাষ্ট্রসঙ্ঘের তরফে পাওয়া গিয়েছে এক চমকপ্রদ তথ্য জানা গিয়েছে। ১৫ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার বিশ্বের জনসংখ্যা ৮০০ কোটিতে পৌঁছেছে। জনসংখ্যা ৮০০ কোটিতে পৌঁছে যাওয়া মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বলেই মনে করছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের তরফে প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকে জানা গিয়েছে, ২০৩০ সালে জনসংখ্যা ৮৫০ কোটি, ২০৫০ সালে ৯৭০ কোটি এবং ২১০০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা ১ হাজার ৪০ কোটিতে পৌঁছবে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের তরফে সোমবার অ্যানুয়াল ওয়ার্ল্ড পপুলেশন প্রসপেক্ট রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ১৯৫০ সালের পর বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমছে। ২০২০ সালে তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১ শতাংশ কমেছে। বিশ্বের জনসংখ্যা ৭০০ থেকে ৮০০ কোটি হতে ১২ বছর সময় লেগেছে বলে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। সেখানে ৮০০ থেকে ৯০০ কোটিতে জনসংখ্যা পৌঁছতে ১৫ বছর লাগতে পারে বলে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

২০২২ সালে বিশ্বের সবথেকে জনবহুল অঞ্চলের দুটি রয়েছে এশিয়া থেকে। পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া জনসংখ্যা অনেকটাই বেশি। সেখানকার জনসংখ্যা ২৩০ কোটি।

মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার জনসংখ্যা ২১০ কোটি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, ভারত ও চিনের জনসংখ্যা সর্বাধিক। প্রতিবেশী দুই দেশই ১৪০ কোটি জনসংখ্যা ছাপিয়ে গিয়েছে। ২০৫০ সাল অবধি মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্ধেকেও বেশি শুধুমাত্র ৮টি দেশের মধ্যে সংঘটিত হবে। কঙ্গো, মিশর, ইথিওপিয়া, ভারত, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপিনস এবং তানজানিয়া এই তালিকায় রয়েছে। এই রিপোর্টে দেখা গিয়েছে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা যত বেশি, সেই দেশের মাথা পিছু আয় সবচেয়ে কম। যেসব দেশের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বেশি সেই দেশে জনসংখ্যা প্রবণতা কম। প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে দেখা গিয়েছে ২০২৩ সালের নিরিখে জনসংখ্যার দিক থেকে চিনকে ছাপিয়ে যাবে ভারত।

"ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই হিন্দু"

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই হিন্দু। ছত্তিশগড়ের সুরগুজা জেলার অম্বিকাপুরে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকদের এক অনুষ্ঠানে এমনই মন্তব্য করলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। তিনি আরও বলেন, সকল ভারতীয়ের শরীরে একই ডিএনএ রয়েছে। তাই কোনও ভারতীয়েরই ঈশ্বর আরাধনার উপায় পরিবর্তন করার দরকার নেই।

এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বারবারই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই ভারতের প্রাচীন বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেন ভাগবত। তিনি আরও বলেন, "বিশ্বে হিন্দুত্বই একমাত্র ধারণা যা সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলায় বিশ্বাসী।" মোহন ভাগবত বলেন, "আমরা সেই ১৯২৫ সাল থেকেই বলে আসছি যে, ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেকেই হিন্দু। যারা ভারতকে তাদের 'মাতৃভূমি' বলে মনে করে এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সংস্কৃতি নিয়ে বাঁচতে চায় এবং ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস এবং আদর্শ যাই হোক না কেন, এই পথে এগোনোর চেষ্টা করেন, তারা সকলেই হিন্দু।"

প্রসঙ্গত, ১৯২৫ সলেই আরএসএস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বস্তুত, ভারতে বসবাসকারী সকলের ডিএনএ-ই যে এক, এই মন্তব্য এর আগেও করেছেন মোহন ভাগবত। চলতি বছরের জুলাই মাসেও আরএসএস-এর মুসলিম শাখা, 'মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ' আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন আরএসএস প্রধান। সেই সময় তিনি বলেছিলেন, "সমস্ত ভারতীয়দের ডিএনএ একই এবং পূজা-আচ্চার ভিত্তিতে তাদের আলাদা করা যায় না। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ধারণাটিই বিভ্রান্তিকর। এখানে ঐক্যের কিছু নেই, কারণ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও পার্থক্যই নেই। এখানে হিন্দু বা মুসলমানের কোনও আধিপত্য থাকতে পারে না। শুধুমাত্র ভারতীয়দের আধিপত্য থাকতে পারে।"

আদিবাসীদের একজোট করে বৃহত্তর শক্তি হয়ে উঠছে টিপ্রা

ত্রিপুরার কিং-মেকার হবেন প্রদ্যোৎ মাণিক্য দেববর্মন

নিজস্ব প্রতিনিধি: বছর ঘুরলেই ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ত্রিপুরার আঞ্চলিক দল টিপ্রা মোথা সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে। মূলত আদিবাসীভিত্তিক দল টিপ্রা। প্রাক্তন রাজবংশীয় প্রদ্যোৎ মাণিক্য দেববর্মন রয়েছেন এই দলের নেতৃত্ব। তারা সম্প্রতি আগরতলায় বিশাল শক্তি প্রদর্শন করেছে। তাদের ক্যারিশ্মায় ক্রমেই ম্লান হচ্ছে বিজেপির শরিক আইপিএফটি।

২০২৩-এর নির্বাচনের আগে প্রদ্যোৎ মাণিক্য দেববর্মন যে বিশাল শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন, সেখানে হামরো সিকিম পার্টির প্রধান ভারতীয় ফুটবল তারকা ভাইচুং ভুটিয়াও উপস্থিত ছিলেন। এই মঞ্চ থেকে প্রদ্যোৎ মাণিক্য দেববর্মন আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য জাতীয় দলগুলিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পার হয়ে গেলেও, শিক্ষক নেই, ডাক্তার নেই, হাসপাতাল নেই তাহলে কী হল এতদিনে? তিনি বলেন, যে রাজ্যে হাজার হাজার বছর ধরে আদিবাসী রাজারা রাজত্ব করেছে, সেখানে আদিবাসীদের ভিক্ষা করতে হচ্ছে। তাঁরা আজ গরিব, হতদরিদ্র অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছে। নিজেদের ভূমেই তাঁরা আজ ভিখারি। আদিবাসীদের মধ্যে ঐক্য নেই বলেই তাঁরা আজ বঞ্চিতের দলে। তাঁদের ঐক্যবদ্ধ করে অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।

ত্রিপুরার রাজনৈতিক মহল মনে করছে, প্রাক্তন রাজবংশীয় এই নেতার আহ্বানে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ সাড়া দিতে চলেছে। তিনি এবং তাঁর দল যে এবার ত্রিপুরার রাজনীতিতে কিং-মেকারের ভূমিকা নিতে চলেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এবার ত্রিপুরায় প্রদ্যোৎ মাণিক্য দেববর্মনের নেতৃত্বে জেগে উঠেছেন আদিবাসীরা। তাই আদিবাসীরা আজ এক মঞ্চে এসে চলো পাল্টাই স্লোগান তুলছেন। প্রদ্যোৎ দেববর্মন এদিন টিপ্রাল্যান্ডের দাবিতেও সরব হয়েছিলেন। তিনি বলেন, আপনাদের টিপ্রাল্যান্ড চাই। আপনাদের দাবির সমর্থনে কেউ থাকুক বা না থাকুক জানবেন, আপনাদের সঙ্গে আছে এই রাজ পরিবার। আমরা সমস্ত জনগণকে ভালোবাসি। ইতিহাস তার সাক্ষী। আমরা সস্তার রাজনীতি পছন্দ করি না, আমরা লড়াই করি মানুষের জন্য, বঞ্চিতের দলে যাঁরা তাঁদের অধিকারের জন্য।

গত বছর ট্রিপা ত্রিপুরা উপজাতীয় অঞ্চল স্বায়ত্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে জিতেছে। এই কাউন্সিলের অধীনে রয়েছে ত্রিপুরার দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা। আর এই এলাকার ৯০ শতাংশ আদিবাসী। কাউন্সিল এলাকায় রয়েছে ২০টি বিধানসভা কেন্দ্র। টিপ্রা এবার এই ২০টি আসন-সহ ৬০টির মধ্যে ৪৫টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পরিকল্পনা করেছে। মোথা আদিবাসী উপজাতি একটি পৃথক রাজ্যের পক্ষে। ২০২৩-এর ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের প্রাক্তনমন্ত্রী মেভারকুমার জামাতিয়া বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করেন। এর ফলে বিজেপির শরিক আদিবাসী পিপলস ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা বা আইপিএফটি থেকে বিধায়কদের দলত্যাগ অব্যাহত রয়েছে। আর আইপিএফটির বিধায়করা বা নেতা-নেত্রীরা এখন যোগ দিচ্ছেন টিপ্রা মোথায়। এর আগে জামাতিয়ার স্ত্রী গীতা দেববর্মাও টিপ্রাতে যোগ দেন। গত বছর থেকে তৃতীয় আইপিএফটি বিধায়ক হিসেবে পদত্যাগ করলেন জামতিয়া। তাঁকে নিয়ে বিজেপি-আইপিএফটি শাসক জোটের মোট সাতজন বিধায়ক পদত্যাগ করলেন।

আইপিএফটির একাংশ টিপ্রার দিকে ঝুঁকে রয়েছেন। স্বল্প দিনেই দল বহরে বাড়ছে। এবার নির্বাচনে টিপ্রা অন্যতম বড় শক্তি হয়ে উঠছে। সম্প্রতি বুরবা মোহন ত্রিপুরা বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করে টিপ্রায় যোগ দেন।

বিজেপি ও আইপিএফটি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন একাধিক বিধায়ক। সুদীপ রায় বর্মন থেকে শুরু করে আশিস সাহা, আশিস দাস বিজেপি থেকে পদত্যাগ করেন। সুদীপ রায় বর্মন ও আশিস সাহা যোগ দেন কংগ্রেস, আর আশিস দাস তৃণমূলে। তারপর তৃণমূল কংগ্রেসও ছেড়ে দেন আশিস দাস। বিজেপির সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণেই তাঁরা পদত্যাগ করেন। এরপর সুদীপ রায় বর্মন উপনির্বাচনে জিতে কংগ্রেসের বিধায়ক নির্বাচিত হন। আশিস সাহা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে যান উপনির্বাচনে।

২০১৮ সালে ত্রিপুরায় আইপিএফটির সঙ্গে জোট করে ত্রিপুরায় সরকার গড়েছিল বিজেপি। বিজেপি সরকার গড়ার পর থেকেই একাংশ বেঁকে বসেছিল। সুদীপ রায় বর্মনের নেতৃত্বে বিদ্রোহও করে বসেন অনেকে। অনেক বিদ্রোহী এখনও রয়েছে বিজেপির মন্ত্রিসভায়। গত নির্বাচনে ৬০ সদস্যের ত্রিপুরায় বিজেপি ৩৬টি আসনে জয়ী হয়, শরিক আইপিএফটি পায় আটটি আসন আর ১৬টি আসনে বিজয়ী হয় সিপিএম।

জি-২০ সম্মেলনে একান্তে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মোদী-রাজ্যে মেগা-প্ল্যান রাহুল গান্ধীর

ভারত জোড়ো যাত্রা স্থগিত রেখে ঝড় তুলবেন প্রচারে

নিজস্ব প্রতিনিধি: কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে সদ্য নির্বাচিত হয়েছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। কিন্তু তারপরও কংগ্রেসের প্রধান মুখ রয়ে গিয়েছেন রাহুল গান্ধী। সেই রাহুল গান্ধীর দেখা মেলেনি হিমাচল প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে। তা নিয়ে কম সমালোচনাও হয়নি। অবশ্য গুজরাতের বিধানসভা নির্বাচনে নিজেকে দূরে রাখছেন না রাহুল। গুজরাতে নিয়ে পরিকল্পনা করেই ঝাঁপাচ্ছেন তিনি।

হিমালচলের পর মোদী-রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। সেখানে রাহুল গান্ধী প্রচারে না থেকে শুধু ভারত জোড়ো যাত্রা করে যাবেন তা হয় নাকি। সোনিয়া গান্ধীর পরামর্শ মতো তিনি ভারত জোড়ো যাত্রা থেকে ক-দিনের ছুটি নিয়ে আসছেন গুজরাতে। ভারত জোড়ো যাত্রা এখন মহারাষ্ট্রে অবস্থান করছে। তার পাশের রাজ্য গুজরাতে ভোট ১ ও ৫ ডিসেম্বর। তার আগে ২২ নভেম্বরই রাহুল গান্ধী গুজরাতে পা রাখছেন। তিনি ২২ নভেম্বর থেকে শেষ ল্যাপে প্রচারে ঝড় তুলবেন গুজরাতে। ভারত জোড়ো যাত্রা মাঝপথে স্থগিত রেখে রাহুল গান্ধী মোদী-রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে আসবেন। সেই পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ফেলেছে কংগ্রেস। কংগ্রেস এবার মোদী রাজ্যে পরিকল্পনা করে প্রচার-পর্বকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করেছে। প্রথমে বেশি নির্বাচনী জনসভা না করে জনসংযোগকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে কংগ্রেস। আর ভোট ঘোষণার পর কংগ্রেস একেবারে শেষ প্রহরে নির্বাচনী জনসভা করে ঝড় তুলতে চাইছে। ২২ নভেম্বর থেকে শুরু করে রাহুল গান্ধীকে একাধিক জনসভা করতে দেখা যাবে গুজরাতে। কংগ্রেসে নেতৃত্ব বদলের পর মোদী-রাজ্যে ভোট প্রচারে মেগা-প্ল্যান রচনা করেছেন সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বিজেপিকে হারাতে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করতে চলেছেন। আগামী ১৫ দিন গুজরাতে ঝড় তুলতে চাইছে গ্র্যান্ড ওল্ড পার্টি কংগ্রেস। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে পরিকল্পনা করেছেন, আগামী ১৫ দিনে অন্তত ২৫টি মেগা র‍্যালি করতে। এই মেগা-র‍্যালিতে থাকবেন সোনিয়া, রাহুল, প্রিয়াঙ্কা থেকে শুরু করে কংগ্রেসের প্রথম সারির সমস্ত নেতা-নেত্রীরা। ২০২৪-এর আগে বিজেপির কাছে বড় ধাক্কা দিতে ২৭ বছর ক্ষমতায় থাকা সরকারের পরিবর্তন ঘটাতে চাইছে কংগ্রেস। সেই কারণে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বিগত দুদিন ধরে সোনিয়া গান্ধী-সহ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে প্রচার পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। রাহুল গান্ধীকে ভারত-যাত্রা স্থগিত রেখে বেশ কয়েকটি জনসভা করার প্রস্তাবও রেখেছেন।

মল্লিকার্জুন খাড়গে জানান, রাহুল গান্ধী ভারত জোড়ো যাত্রায় ব্যস্ত থাকলেও তিনি গুজরাতে প্রচারে আসবেন সময় বের করে। ইতিমধ্যে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী হিমাচল প্রদেশের নির্বাচনে শেষ করেই গুজরাতে পাড়ি দিচ্ছেন। যাবেন সোনিয়া গান্ধীও। শুধু গান্ধী পরিবার নয়, অশোক গেহলট থেকে শুরু করে ভূপেশ বাঘেল এবং ওবিসি, এসসি, এসটি ও সংখ্যালঘু বিভাগের বড় নেতাদের গুজরাতের প্রচারে নামানো হচ্ছে। অশোক গেহলটকে গুজরাতের ভোটের সার্বিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নামানো হচ্ছে শচীন পাইলটদের মতো তরুণ-তুর্কি নেতাদেরও। কংগ্রেস এবার বুথ ম্যানেজমেন্টের উপর বেশি জোর দিয়েছে গুজরাতে। ভিন্ন কৌশলে মোদী রাজ্যে মাত দিতে চাইছে কংগ্রেস। বিজেপি ও আম আদমি পার্টি যখন তিন মাস আগে থেকে জনসভা ও রোড শোয়ের উপর জোর দিয়ে প্রচার পর্ব সারছেন, তখন কংগ্রেস দুয়ারে দুয়ারে প্রচারকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। কংগ্রেস বাড়ি বাড়ি প্রচারে আর ছোটো ছোটো সভা করে জনসংযোগকে প্রধান হাতিয়ার করে এগোচ্ছে। একেবারে শেষ ল্যাপে তারা নির্বাচনী জনসভা পরিকল্পনা নিয়েছে। সেই পরিকল্পনামাফিকই ১৫ দিনে ২৫ র‍্যালি। রাজ্য নেতাদের পর আশরে নামছেন কংগ্রেসের জাতীয় নেতারাও।

মল্লিকার্জুন খাড়গে গুজরাতের নেতাদের সঙ্গেও বৈঠক করে চূড়ান্ত করে ফেলেছেন পরিকল্পনা। ১২৫টি বিধানসভা কেন্দ্রকে বেছে নিয়ে ২৫টি মেগা র‍্যালি করার স্থান চূড়ান্ত হয়েছে। যে সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের শক্তি বেশি সেই বিধানসভা কেন্দ্রগুলিকে বেছে নিয়ে এই র‍্যালি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দলে ঐক্যের বার্তা দিয়ে এই প্রচার পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে বিজেপিকে মোক্ষম চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়াই লক্ষ্য খাড়গের।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই বিপুল জয় তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: পঞ্চায়েত নির্বাচন দুয়ারে কড়া নাড়ছে। তার আগে নন্দকুমারে বামেদের সঙ্গী করে তৃণমূলকে পর্যুদস্ত করে ছেড়েছিল বিজেপি। বাম-বিজেপির সেই জয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাজ্য রাজনীতিকে অন্য খাতে বইয়ে দেবে বলে মনে করেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু সপ্তাহকাল কাটতে না কাটতেই আর এক নির্বাচনের ফল পূর্ব মেদিনীপুরের শুভেন্দু-গড়ে উলট-পুরাণ লিখে দিল।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ফের একটি নির্বাচনে বিপুল জয় পেল তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপিকে উড়িয়ে তৃণমূল ফের জয় গাথা রচনা করল পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। এবার আর বামেদেরও বেশি পরিসর দিল না তৃণমূল। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই জয় যে তাঁদের অক্সিজেন দেবে আরও তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বছর ঘুরলেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। ফলে তার তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে জেলায় জেলায়। তার আগে এলাকার ছোটো ছোটো নির্বাচনগুলিতে জিতে মনোবল বাড়িয়ে রাখতে চাইছে সব দলই। নন্দকুমার সমবায় সমিতির নির্বাচন যেমন বাম ও বিজেপি উভয়কেই অনেকটা মাইলেজ দিয়েছে, তেমনই এই জয় তৃণমূলকে তাঁদের হারানো মনোবল অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

জেলায় আরও এক সমবায় নির্বাচনে বিপুল জয় ছিনিয়ে নিয়ে নন্দকুমার সমবায় সমিতির হারের দুঃখ ভুলল তৃণমূল। তমলুক ডিমারি ত্রিশক্তি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে নির্বাচনে বিপুল জয় পেল শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা। এই নির্বাচনে

চিন্তা বাড়ল বিজেপির

৬৮ আসনের মধ্যে ৬১টি আসনে জয়ী হয়েছেন রাজ্যের শাসকদলের প্রার্থীরা।

শুভেন্দু গড়ের নন্দকুমারে বাম-বিজেপির কাছে পর্যুদস্ত হওয়ার পর প্রশ্ন উঠে পড়েছিল তৃণমূলের ভবিষ্যৎ নিয়ে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয় তবে কি নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যু প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে পূর্ব মেদিনীপুরের রাজনীতিতে? কিন্তু সাতদিনের মধ্যেই পাশের শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের সমবায় সমিতি নির্বাচনে বাম-বিজেপিকে পর্যুদস্ত করে তৃণমূল বুঝিয়ে দেয় তারা পিছু হটার পাত্র নয়।

তারপর পূর্ব মেদিনীপুরের জেলার পাঁশকুড়ার হাউড়ের দশাং সমবায় সমিতির নির্বাচনেও তৃণমূল বিপুল জয় তুলে নেয়। মোট ৫২ আসনের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছিলেন ৫১ আসনে। বিজেপি প্রার্থী দেয় ৪৮টিতে আর সিপিএম ৪০টিতে। ত্রিমুখী লড়াইয়ে ৪৩ আসনে জিতে ফের ক্ষমতায় আসে তৃণমূল। বিজেপি জয় পায় ৬টিতে। আর সিপিএম জয় পায় ২টি আসনে, একটিতে জয়ী হন নির্দল প্রার্থী। হারের পর বিজেপির অভিযোগ, বহিরাগতদের এনে চারিদিকে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করে তৃণমূল এই জয় হাসিল করেছে।

তৃণমূল অবশ্য এই জয় পেয়ে খুশি। কেননা এর আগের দুই নির্বাচনে হাউর পঞ্চায়েত এলাকায় পিছিয়ে পড়েছিল তৃণমূল। বিভিন্ন বুথে তারা হার মেনেছিল বিজেপির কাছে। এই সমবায় সমিতি নির্বাচনে জয় তাদের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে চাঙ্গা করবে। এদিন জয়ের পর বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস দেখা যায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের মধ্যে। বিজয় মিছিল বের হয়।

স্বামীর মৃত্যুর পর চাকরি পেয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে চম্পট

নিজস্ব প্রতিনিধি: ছেলের মৃত্যুর পর চাকরি পেয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে চলে গিয়েছেন বৌমা। বাড়িতে অনাহারে দিন কাটছে শাশুড়ি। অসহায় শাশুড়ি শেষমেশ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বৃদ্ধার মুখে তাঁর করুণ কাহিনি শোনার পর কড়া ব্যবস্থা নিলেন বিচারপতি। ভর্ৎসনা করলেন বৌমাকে।

ছেলের মৃত্যুর পর চাকরি পেয়েছেন বৌমা। তারপর দ্বিতীয় বিয়েও করে চলে গিয়েছেন। সেই থেকেই একপ্রকার অর্ধাহারে দিন কাটছে শ্বাশুড়ির। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় তা শুনে রীতিমতো অসন্তুষ্ট। তিনি নির্দেশ দিলেন ৩০ দিনের মধ্যে ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা শাশুড়ির হাতে তুলে দিতে হবে বৌমাকে। এখানেই শেষ নয়, এরপর দু-সপ্তাহের মধ্যে আর ২১ হাজার টাকা দেওয়ারও নির্দেশ দেন তিনি। মৃত ছেলের চাকরি পেয়ে শাশুড়িকে দেখা তো দূরের কথা, তাঁর খাওয়া-পরার মতো কোনও টাকা-পয়সা পর্যন্ত দেয় না বৌমা। ছেলের মৃত্যুর পর থেকেই অসহায় জীবন কাটছে বৃদ্ধা মায়ের। এরই মধ্যে বৌমা আবার বিয়ে করে নতুন সংসারে প্রবেশ করছেন। শেষে সেই বৃদ্ধা বাধ্য হন ছেলের বৌয়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে।

দুর্গাবালা মণ্ডল হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে কাতর আবেদন জানান। তাঁর আবেদন, তাঁর ছেলে সরকারি স্কুলের শিক্ষক ছিল। ২০১৪ সালে ছেলের মৃত্যুর পর বৌমা সেই চাকরি পেলেও তাঁর দেখভাল করছে না। স্বামীর মৃত্যুর পর তার চাকরি স্ত্রী পায় ২০১৭ সালে। তারপর সে দ্বিতীয় বিয়ে করে চলে যায়।

দ্বিতীয় বিয়ে করে অন্যত্র চলে যাওয়ার পর ওই চাকরির বেতনের কোনও অংশ প্রাক্তন মৃত স্বামীর পরিবারকে দেয় না তার বৌমা। বৃদ্ধার মুখে এই অভিযোগ শোনার পর আদালতের নির্দেশ, দুর্গাদেবীকে তাঁর প্রাপ্য বকেয়া টাকা আজই দিতে হবে। বৌমাকে শাশুড়ির হাতে টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

শুধু এই নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত নন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, তার পাশাপাশি তিনি দুর্গাদেবীর প্রাক্তন বৌমাকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। বিচারপতি বলেন, "আপনার মানসিকতা এরকম হলে ছাত্রদের কী শিক্ষা আপনি দেবেন? আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে আপনার চাকরি আমি কেড়ে নিতাম।" উল্লেখ্য, তিনি বর্তমানে পশ্চিম মেদিনীপুরের বনেদি স্কুলের কর্মচারী। তাঁকে দু-দফায় বকেটা টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি। বিচারপতি এই মামলা ফের শুনবেন আগামী ১১ জানুয়ারি। মামলার পরবর্তী শুনানিতে তিনি দেখতে চান শাশুড়িকে তাঁর প্রাপ্য টাকা বৌমা দিয়েছেন কি না। অন্যথায় তিনি আরও কড়া ব্যবস্থা নেবেন।

মাটির বাড়িতে জন্মানোর কথায় আদিবাসী আবেগ ছুঁলেন মমতা

চুটিয়ে জনসংযোগ জঙ্গলমহলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: পঞ্চায়েত ভোটের আগে ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়িতে গিয়ে চুটিয়ে জনসংযোগ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আদিবাসীদের গ্রামে গিয়ে বললেন আমার জন্মও মাটির বাড়িতে। জঙ্গলমলে গিয়ে মাটির বাড়িতে পা রেখে তিনি ফিরে গেলেন পুরনো দিনে। নিজের জীবনের কথায় তিনি আদিবাসীদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন কষ্ট।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঠিক যেমন দেখতে চায় মানুষ, মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়িতে গিয়ে ঠিক সেই ভূমিকায় তুলে ধরলেন। পাশের বাড়ির মেয়ের মতো মুখ্যমন্ত্রী মিশে গেলেন জনসাধারণের সঙ্গে। তাঁদের অভিযোগ শুনলেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন সমাধান করার। রাস্তায় ধারে যেখানে দেখলেন তাঁর অপেক্ষায় মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সেখানে নেমে তিনি জনসংযোগ করলেন। তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর এটাই ছিল তার প্রথম জঙ্গলমহল সফর। সেখানে আদিবাসী মানুষদের সঙ্গে মিশে গিয়ে খোঁজখবর নেন। সটান ঢুকে যান বাড়িতে। মাটির বাড়িতে গিয়ে নিজের জন্মানোর কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, আমার মা-বাবাও থাকতেন মাটির বাড়িতে। আমার জন্মও মাটির বাড়িতে। আমি জানি মাটির বাড়ি কেমন হয়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন প্রথম নামে কুর্চিবনি নামে একটি গ্রামে। সেখানে নেমেই তিনি আদিবাসী বাড়িতে ঢুকে যান। আদিবাসী গ্রামে উন্নয়নের খোঁজ নেন তিনি। তিনি ওই গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করেন, কী রান্না হচ্ছে বাড়িতে? তারপর জিজ্ঞাসা করেন চিকিৎসা ব্যবস্থা কেমন, কৃষক মাণ্ডিতে ধান বিক্রি করছেন কি না, ইত্যাদি। তিনি বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে বসে কথা বলেন, এর তিন মাসের শিশুকে কোলে তুলে নেন। সেখানে তখন বিশাল ভিড় জমে গিয়েছে। গ্রামের মানুষরা মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন দেখে ছুটে আসেন। এরপর তিনি শিল্পা বাজারে কয়েকজন ব্যবসায়ীর

সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, এখন তো বেলপাহাড়িতে ভোলা পর্যটকদের আনাগোনা হচ্ছে। নিশ্চয়ই ব্যবসা বেড়েছে। রাস্তাঘাট কেমন আছে, সেই খবরও নেন। তারপর মুখ্যমন্ত্রী মালাবতীর জঙ্গলের পাশে একটি গ্রামে যান।

এদিন যেমন মুখ্যমন্ত্রী জনসংযোগে মাত দেন, তেমন কয়েকজনের অভিযোগও শুনতে হয় তাঁকে। অনেকে অভিযোগ জানান, তাঁরা ঘর পাচ্ছেন না। পানীয় জল পাচ্ছেন না। বহুদূর থেকে তাদের জল আনতে হয়। তা শুনে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেন, ২৪ সালের মধ্যে তিনি নলবাহিত জলের বন্দোবস্ত করে দেবেন। পাইপ পাততে তো একটু সময় লাগবে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী এদিন একটি চা ও চপের দোকানে যান। সেখানে অনেককে কাগজে মুড়ে চপ দেন মুখ্যমন্ত্রী। বাজারের লোক মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে আপ্লুত। তাঁরা বলেন, মুখ্যমন্ত্রীকে দূর থেকে সভায় বক্তব্য রাখতে দেখেছি। এত কাছ থেকে যে তাঁকে দেখব ভাবিনি। মোট কথা, মুখ্যমন্ত্রী পঞ্চায়েত ভোটের আগে জনসংযোগের কাজ এদিন চুটিয়ে করেন।

কৌটো ঝাঁকানো সিপিএম এখন 'আপডেটেড', অর্থ সংগ্রহে ডিজিটাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে, সিপিএম এখন ক্ষমতা থেকে বহু ক্রোশ দূরে। ধীরে ধীরে তহবিলে জমানো অর্থ কমছে। আয় কমেছে। তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাটছাঁট করেছে বঙ্গ সিপিএম নেতৃত্ব। বরাবর আমজনতার কাছে থেকে লাল শালুতে বা কৌটো ব্যবহার করে অর্থ সংগ্রহ করেছেন এ বঙ্গে লাল পতাকার ধারক-বাহকরা। তা নিয়ে বিরোধীদের খোঁচাও খেয়েছেন তাঁরা। কিন্তু সেসবকে পাত্তা না দিয়ে বজায় রেখেছেন অর্থ সংগ্রহের ধারা। তা নিয়ে সিপিএম নেতৃত্ব বারবার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে শুধু তহবিল শক্তিশালী করা নয়, আমজনতার সংযোগ বাড়ে। তাই এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

অবশ্য রাজ্যের মসনদে থাকার শেষাংশে এসে সেই ধারায় অনেকটাই ছেদ পড়েছিল বলে মত রাজনীতির কারবারিদের। এমনকী, রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের অব্যবহিত পরেও খুব বেশি কৌটো ঝাঁকিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে দেখা যায়নি আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের কর্তাদের। সম্প্রতি একাধিক ক্ষেত্রে অর্থ সংগ্রহের জন্য পথে দেখা গিয়েছে বিমান বসু, মহম্মদ সেলিম, সূর্যকান্ত মিশ্র, সুজন চক্রবর্তীদের। তবে তাতেও সবটা কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। সেই কারণে এবার ডিজিটাল মাধ্যমকে ব্যবহার করতে চান সেলিমরা। তাই হ্যাশ ট্যাগ দিয়ে 'মানুষের লড়াই'য়ে, 'মানুষের রসদ' সংগ্রহ করতে আসছে—DonateToCPIMWB। এই নামে ক্যাম্পেইন শুরু করল

সিপিএম। এই ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁদের বক্তব্য, মানুষের অনুদানের টাকায় লাল ঝাণ্ডার পার্টি চলবে। বিজেপি বা তৃণমূলকে খোঁচা দিতেও ছাড়েনি বঙ্গ সিপিএম। তারা বলছে, ইলেক্টোরাল বন্ড-এর কিংবা দুর্নীতি বা ঘুষের টাকায় তাঁদের পার্টি চলবে না। আর সে ক্ষেত্রে ডিজিটাল মাধ্যম এই মুহূর্তে সময়োপযোগী। তাই পথে নেমে অর্থ সংগ্রহের সঙ্গে এবার ডিজিটাল মাধ্যমকে ব্যবহার করা হবে। সাম্প্রতিককালে দলের ছাত্র যুব সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচির জন্য ক্রাউড ফান্ডিং হয়েছে। এমনকী, একুশের নির্বাচনে তরুণ প্রজন্মের কোনও কোনও প্রার্থী এমনভাবে লড়াইয়ের রসদ জোগাড় করেছিলেন। কিন্তু সরাসরি দলের ডিজিটাল মাধ্যমে অর্থ জোগাড় প্রথম।

সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলছেন, "পার্টির জীবনে এটি একটি বিশেষ দিন। আমরা পার্টির সূচনা লগ্ন থেকে চাঁদার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করি। আমাদের যা সাধ আছে, তার সাধ্য নেই। তাই আমাদের নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরা যে অর্থ পেতেন সেখান থেকে একটা অর্থ জমা হত। আমাদের সংগ্রহ সংকুচিত হয়েছে। তারপরেও আমরা লাল শালু নিয়ে অর্থ সংগ্রহ করেছি। একটা বড় অংশের মানুষ বাইরে রয়েছেন, তাঁরা চান বামপন্থা ভালো হোক। এখনও এমন জায়গা রয়েছে যেখানে সন্ত্রাসের জন্য মানুষ আসতে পারেন না। সিপিএমের রাজ্য কমিটির সংগ্রামী তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করুন। এখানে কারও পরিচয় প্রকাশ্যে আসবে না।

রাজ্য রাজনীতির পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, মহম্মদ সেলিম সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ডিজিটাল মাধ্যমের উপর আরও জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত, রাজ্য সম্পাদক হওয়ার আগে দলের ডিজিটালের দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন তিনিই। তিনি দায়িত্ব আসার পর মার্ক্সবাদী পথ পত্রিকা মুদ্রিত আকারের পাশাপাশি অনলাইন মাধ্যমেও নিয়ে আসা হয়েছে।

দিওয়ানজী চাউল ভাণ্ডার

এখানে বিভিন্ন ধরনের চাল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোঃ- মনিরুল করিম (হারুদা)

মোবাইলঃ-৭০৬৩১৫৫৬০২

প্রাকৃতিক দুর্যোগে করণীয় আমলসমূহ

গুনাহ বেশি হলে সবকিছু থেকে বরকত উঠে যায়। ফ্যাসাদ শুরু হয়ে যায়। বিপদ ও বালা-মুসিবত একের পর এক আসতেই থাকে। যুগে যুগে মানুষকে আল্লাহতায়ালা বিভিন্ন আজাব-গজব দিয়ে শাস্তি দিয়েছেন, সতর্ক করেছেন। আল্লাহপাক বলেন— "আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান, মাল ও ফল-ফলারির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা নিজেদের বিপদ-মুসিবতের সময় বলে 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী', তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বর্তমান সময়ের অন্যতম প্রধান সমস্যা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ— যথা ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা খরা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, বরকত-শূন্যতা প্রভৃতি মানুষেরই কর্মের ফল। ধর্মীয় ও নৈতিক অবক্ষয়ে পৃথিবী ভারাক্রান্ত। ঝড়, ভারী বর্ষণ, সাইক্লোন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ এরই পরিণাম।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে— ''তোমাদের ওপর যেসব বিপদ-আপদ নিপতিত হয়, তা তোমাদেরই কর্মফল। তিনি অনেক গুনাহ মাফ করে দেন।''
(সূরা আশ্-শূরা, আয়াত ৩০)।

''আর যখন তোমাদের ওপর মুসিবত এল, যার দ্বিগুণ তোমরা ঘটিয়েছ, তখন তোমরা বললে, এটা কোত্থেকে এল! (হে নবি) আপনি বলে দিন, এ তো তোমাদের পাপ থেকেই, নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়েই সর্বশক্তিমান।'' (সূরা— আল ইমরান, আয়াত— ১৬৫, মারেফুল কোরান— ৬৭৫৩)।

পবিত্র কোরআনে রাব্বুল আলামিন আল্লাহতায়ালা বলেছেন— ''মানুষের কৃতকর্মের কারণে স্থলে ও সমুদ্রে ফ্যাসাদ প্রকাশ পায়, যার ফলে আল্লাহতায়ালা তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ তাদের আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।'' (সূরা— রুম, আয়াত— ৪১)।

গুনাহ বেশি হলে সবকিছু থেকে বরকত উঠে যায়। ফ্যাসাদ শুরু হয়ে যায়। বিপদ ও বালা-মুসিবত একের পর এক আসতেই থাকে। যুগে যুগে মানুষকে আল্লাহতায়ালা বিভিন্ন আজাব-গজব দিয়ে শাস্তি দিয়েছেন, সতর্ক করেছেন। আল্লাহপাক বলেন— ''আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান, মাল ও ফল-ফলারির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা নিজেদের বিপদ-মুসিবতের সময় বলে 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী', তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।'' (সূরা— বাকারা, আয়াত— ১৫৫-১৫৭)।

তওবা ও ইস্তিগফার আজাব ও গজব প্রতিরোধের শ্রেষ্ঠ উপায়। তাই বিপদের সময় অনুতপ্ত হওয়া এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা সুন্নত। যতক্ষণ বান্দা তওবা ও ইস্তিগফার করতে থাকে ততক্ষণ আল্লাহর আজাব আসে না। তাই আমাদের তওবা ও ইস্তিগফার বেশি বেশি করতে হবে এবং নির্দিষ্ট মাসনুন দোয়াগুলো পড়তে হবে।

ঝড়-তুফানের সময় পড়ার দোয়া হল— ''আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা, ওয়া লা আলাইনা।'' (হে আল্লাহ! আমাদের থেকে ফিরিয়ে নিন, আমাদের ওপর দেবেন না)। (মুসলিম, তিরমিজি)। প্রচণ্ড ঝড়ের সময় আজান দেওয়া সুন্নত।

বৃষ্টির সময় পড়ার দোয়া— ''আল্লাহুম্মা সাইয়েবান নাফিআ।'' (হে আল্লাহ! উপকারী বৃষ্টি দিন)। (তিরমিজি)।

বজ্রপাতের সময় পড়ার দোয়া হল— ''আল্লাহুম্মা লা তাকতুলনা বিআযাবিকা ওয়া লা তুহলিকনা বিগদাবিকা ওয়া আফিনা কাবলা যালিকা।'' (হে আল্লাহ! আজাব ও গজব দিয়ে আমাদের ধ্বংস ও নিঃশেষ করে দেবেন না, তার আগেই আমাদের ক্ষমা করে দিন)। (আবু দাউদ)

তাকবির তাহলিল ও আজান—''আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।'' মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করতে শিখিয়েছেন। হাদিসে বর্ণিত আছে, প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া বইলে রাসুলুল্লাহ সা. মসজিদে যেতেন, আজান দিতেন এবং নামাজে মশগুল হতেন। (মিশকাত— ৬৯৬)।

সাহাবিদের জীবনে আমরা দেখি, বিপদে-মুসিবতে তাঁরা নামাজে দাঁড়াতেন, ধৈর্য ধারণ করতেন। আমরা যদি নবি করিম সা. ও সাহাবায়ে কিরামের মতো মসজিদমুখী হই, গুনাহ পরিত্যাগ করি, তবে প্রাকৃতিক এসব দুর্যোগ থেকে আমরা পরিত্রাণ পাব। (মিশকাত— ৫৩৪৫)।

বান্দার গুনাহ যখন বেশি হয়ে যায়, আল্লাহতায়ালার অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়। তখন তিনি আজাব-গজব নাজিল করেন। আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচার জন্য আমাদের সঠিকভাবে দ্বীনের ওপর চলতে হবে। নামাজ, কোরান তেলাওয়াত, দান-সদকা ইত্যাদি ভালো কাজ করতে হবে। হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে— ''সদকা আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে নিভিয়ে দেয় এবং অপমৃত্যু রোধ করে।'' (তিরমিজি— ৬০০)।

আল্লাহতায়ালা অযথা কাউকে শাস্তি দিতে চান না, বরং মানুষের ওপর যে বিপদ আসে তা তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ। মহান আল্লাহ বলেন— ''তোমাদের যে বিপদাপদ ঘটে, তা তোমাদের কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি মাফ করে দেন।''
(সূরা— আশ্-শূরা, আয়াত— ৩০)।

''মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। যাতে তিনি তাদের কৃতকর্মের কিছু আস্বাদন করান এবং যাতে তারা ফিরে আসে।'' (সূরা— রুম, আয়াত— ৪১)।

যখন অন্যায়-অনাচার, ব্যভিচার বৃদ্ধি পায়, অন্যের হক ভূলুণ্ঠিত হতে থাকে, মাপে কম দেওয়া ও চোরাচালানি প্রভৃতির প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়, তখন দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। আসমানি গজব একের পর এক নামতে শুরু করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের নামে। (রুহুল মাআনি— ১১/৭৩; মারেফুল কোরান— ৬/৭৫৩)। হাদিস শরিফে আছে— ''যে ব্যক্তি মাপে কম দেবে সে দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু-যন্ত্রণা এবং শাসক কর্তৃক জুলুমের শিকার হবে।'' অন্য হাদিসে আছে, ''যে জাতির মধ্যে ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, সেখানে (ক্রমাগত) অনাবৃষ্টি দেখা দেবে।'' হজরত আবু সুফিয়ান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ''বনি ইসরাইল বংশ ৭ বছর ধরে দুর্ভিক্ষে নিপতিত ছিল। তারা ক্ষুধার জ্বালায় মৃত প্রাণী ভক্ষণ করেছিল। এরপর তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারল এবং আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টিকল্পে পাহাড়ে চলে গেল। সেখানে ক্রমাগত কান্নাকাটি ও আহাজারি শুরু করল। আল্লাহতায়ালা তাঁর নবির মাধ্যমে তাদের অবহিত করলেন, 'যতক্ষণ না তোমরা অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করবে, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব না। তোমাদের প্রতি সদয়ও হব না।' সুতরাং তারা যখন অন্যের হক আদায় করে দিল তখন আসমান থেকে বারিধারা বর্ষণ শুরু হল।''
(মাজালিসে আবরার— ৪৫/২৭৪)।

ভূমিকম্পের সময় করণীয় সুন্নত আমল—
ভূমিকম্পের সময় কিছু আমল করার মধ্যে দিয়ে ক্ষতি থেকে বাঁচার সুযোগ রয়েছে। এসব আমল করতে করতে মারা গেলেও ইমানি মউতের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে নাজাত ও জান্নাত পাওয়ার সুযোগ থাকছে। হাদিস শরিফে আছে— ''যখন কোথাও ভূমিকম্প হয় অথবা সূর্যগ্রহণ হয়, ঝোড়ো বাতাস বা বন্যা হয়, তখন মানুষের উচিত মহান আল্লাহর কাছে অতি দ্রুত তওবা করা, তাঁর কাছে নিরাপত্তার জন্য দোয়া করা এবং মহান আল্লাহকে অধিক হারে স্মরণ করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা।'' এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সা. নির্দেশে দিয়ে বলেছেন, ''দ্রুততার সঙ্গে মহান আল্লাহর জিকির (স্মরণ) করো, তাঁর কাছে তওবা (ক্ষমা প্রার্থনা) করো।'' (বুখারি ২/৩০; মুসলিম ২/৬২৮)।

সুন্নত অনুযায়ী, ভূমিকম্পের সময় আমাদের জন্য আমল হচ্ছে আল্লাহর জিকির, তওবা করা ও আজান দেওয়া। আর আল্লাহর জিকিরের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে নামাজ পড়া, কোরান তেলাওয়াত বা দোয়া পড়া। দুর্যোগের সময় জিকিরের আরও উপায় হতে পারে দোয়া ও ইস্তিগফার পড়ার পর কোরআন তেলাওয়াত, তাসবিহ পাঠ বা জিকির করা।

তওবার দোয়া, ''আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়া আতুবু ইলাইহি, লা হাওলা ওয়া লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম।'' (অর্থ— আল্লাহর কাছে আমি ক্ষমা চাই সব পাপ থেকে এবং আমি তাঁর দিকেই ফিরে আসছি, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া গোনাহ থেকে বাঁচার ও নেক কাজ করার কোনওই শক্তি নেই।) অথবা ''আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাজি ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম ওয়া আতুবু ইলাইহি।'' (অর্থ— আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোনও উপাস্য নেই, যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক এবং আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি)।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য আল্লাহর পাঁচ অমূল্য পুরস্কার

ইমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নামাজ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে বার বার নামাজের তাগিদ পেয়েছেন।

কোরান পাকে আল্লাহতায়ালা বিভিন্ন জায়গায় সরাসরি ৮২ বার সালাত শধ উল্লেখ করে নামাজের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তাই প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজকে ইমানের পর স্থান দিয়েছেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ''আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, (হে আল্লাহর রাসুল) আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমল কোনটি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'নামাজ।' (বুখারী ও মুসলিম)

নামাজ হচ্ছে ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের একটি এবং দ্বিতীয়। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ঠিকমতো আদায় করবে, আল্লাহ তাকে পাঁচটি পুরস্কাররে সম্মানিত করবেন।

- তার অভাব দূর করবেন।
- কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেবেন।
- ডান হাতে আমলনামা দেবেন।
- বিজলীর ন্যায় পুলসিরাত পার করাবেন।
- বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

বিদ-আত সম্পর্কে সম্যক ধারণা

বিদ-আত বলা হয় দ্বীন বিষয়ক কোনও নতুন কর্মকে, যার কোনও দলিল শরীয়তে নেই। মহানবি সা. বলেছেন, ''অবশ্যই তোমাদের মধ্যে যারা আমার বিদায়ের পর জীবিত থাকবে তারা অনেক রকমের মতভেদ দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার ও আমার সুপথপ্রাপ্ত খোলেফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন করো, তা দাঁত দ্বারা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করো। (তাতে যা পাও মান্য করো এবং অন্য কোনও মতের দিকে আকৃষ্ট হ'য়ো না।) আর (দ্বীনে) নবরচিত কর্মসমূহ থেকে সাবধান! কারণ, নিশ্চয় প্রত্যেক বিদ-আত (নতুন আমল) হল ভ্রষ্টতা।'' (আবু দাউদ ৪৪৪৩, তিরমিযী ২৮১৫, ইবনে মাজাহ ৪২ নং)

নাসাঈর এক বর্ণনায় আছে, ''আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে (নিয়ে যায়)।''

এই হাদিস থেকে এ কথাও প্রমাণ হয় যে, বিদ-আতে হাসানাহ (ভাল বিদ-আত) বলে কোনও বিদ-আত নেই। কারণ মহানবি সা. বলেছেন, ''প্রত্যেক বিদআত হল ভ্রষ্টতা।''

বিদ-আতের আক্ষরিক অর্থ হল, নতুনত্ব। পরিভাষায় শরীয়তের মাঝে নতুন কোনও বিষয় সংযোজনকে বিদ-আত বলা হয়। শরঈ দৃষ্টিতে সমস্ত প্রকৃত বিদ-আতই বিদ-আতে সাইয়্যিয়াহ। তবে আক্ষরিক অর্থগত দিক দিয়ে বিদ-আত দুই প্রকার। যথা—

১) বিদ-আতে হাসানা
২) বিদ-আতে সাইয়্যিয়াহ।

বিদ-আতে সাইয়্যিয়াহ হল, প্রত্যেক ওই কাজ যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানা-সহ খাইরুল কুরূনের এর কোনও অস্তিত্ব ছিল না। পরবর্তীতে মনগড়াভাবে শরীয়তে সংযোজন করা হয়েছে। এ ধরনের সমস্ত বিদ-আত বিদ-আতে সাইয়্যিয়াহ, যা প্রত্যাখ্যাত। আর বিদ-আতে হাসানা হল, যা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে খাইরুল কুরূনের মাধ্যমে দ্বীনের সহায়ক হিসেবে সংযোজিত কোনও কাজ। মূলত এটা বিদ-আত নয়। এটাকে বিদ-আতে লুগাবী (আক্ষরিক অর্থে বিদ-আত) বলা যায়। অতএব পারিভাষিক সংজ্ঞা বিবেচনায় বিদ-আতের কোনও প্রকারভেদ নেই। যাঁরা বিদ-আতকে আভিধানিক সংজ্ঞার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করেছেন তাঁরা হলেন ইমাম শাফেয়ী, ইমান ইবনে আবদুস সালাম, আবু শামা, ইমাম নববি, ইমাম কারাফী, যুরকানী, ইবনুল জাওযী ও ইবনে আবিদীন রহমান প্রমুখ।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার বীরাঙ্গনা

১৯৩২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি সেনেট হলে মানপত্র দেওয়ার অনুষ্ঠান কনভোকেশনে মানপত্র আনতে গিয়ে গভর্নর জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে বীণা দাস গুলি চালিয়ে দেন, কিন্তু জ্যাকসন মাথা সরিয়ে নেন, তাই অল্পের জন্য বেঁচে যান। সেই ঘটনার বাইশ দিন পরে কমলাদেবীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। কোনও প্রমাণ ছাড়াই রাজবন্দি করে ছ'বছর জেলে আটকে রাখল। প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেল, পরে হিজলি জেলে নিয়ে গেল তাঁকে। সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হল লীলা নাগ, পুটু এবং আরও অনেকের সঙ্গে। পরে এলেন বনলতা দাশগুপ্ত (নীনা), ইন্দুমতী সিংহ, বিমলপ্রতিভা দেবী, হেলেনা বল, প্রতিভা ভদ্র, শান্তিনিকতনের ইন্দুসুধা ঘোষ। তারপরে এলেন শান্তি ঘোষ এবং দুই বোন কল্যাণী দাস ও বীণা দাস।

লিখছেন ----কাজী সামসুল আলম

পাঁশকুড়া ব্রাডলিবাট হাইস্কুল স্বাধীনতার আগের হাইস্কুল। জাতীয় সড়কের ধারে হলেও স্কুলটি মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রামীণ স্কুল। রেল স্টেশন এখান থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে। বছর তিনেক হল এই স্কুলের উচ্চমাধ্যমিক ক্লাসের জন্য ইতিহাসের শিক্ষক হয়ে এসেছেন ডঃ শুভব্রত শাসমল। এই জেলারই মানুষ, তবে কলকাতায় থাকেন। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারীদের উপর গবেষণা করেছেন। শুভব্রত স্যারের ইচ্ছা ছিল কলেজে পড়ানোর, কিন্তু এই স্কুলে শিক্ষকতা করার সুযোগ পেয়ে যেতে তা আর হাতছাড়া করেননি। তিনি ইলেভেন ও টুয়েলভের ক্লাস নেন শুধু। তবে কোনও স্যার অনুপস্থিত থাকলে তার বদলে নাইন টেনের ক্লাসে যান। সেই ক্লাসে গিয়ে বেশিরভাগ সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নানান জানা অজানা কথা তুলে ধরেন। তিনি ক্লাসে গেলে ছেলে-মেয়েরা খুবই আনন্দ পায়। এমন শিক্ষককে পেয়ে প্রধান শিক্ষক বনমালীবাবু যার পর নাই খুশি। মাঝে মধ্যে অন্য শিক্ষকদের বলেন, ''শুভব্রতবাবুকে পেয়ে আমরা ধন্য, তবে যেভাবে কলেজের চাকরির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, কতদিন এই স্কুলে থাকেন সেটাই দেখার!''

শনিবার ভূগোলের স্যার চারুচন্দ্রবাবু না আসায় হেড স্যার বললেন, ''শুভ আজকে টেন বি-র থার্ড পিরিয়ডটা একটু নিয়ে নিও প্লিজ।''

শুভব্রতবাবু শুনেছেন, ক্লাস টেন বি-র ছাত্ররা বড্ড গোলযোগ করে। তিনি ক্লাসে ঢুকতেই সব ছাত্র ছাত্রীরা হৈ হৈ করে উঠল। তারা জানে এই স্যার মজার মজার গল্প করেন, কিন্তু নতুন বছরে শুভব্রত স্যার এই প্রথমবার তাদের ক্লাসে এলেন। শুভব্রতবাবু চেয়ারে বসে ইতিহাসের বই চাইতেই, মেয়েদের দিকে প্রথম বেঞ্চের এক ছাত্রী দাঁড়িয়ে বলল, ''স্যার বই থাক, আপনি প্রথমবার আমাদের ক্লাসে এসেছেন, ইতিহাসের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অজানা ইতিহাস কিছু বলুন স্যার।''

শুভব্রতবাবু তার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, ''তোমার নাম কী?''

''স্যার, কমলা, কমলা পণ্ডা।''

শুভব্রতবাবু এবার ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''তোমরাও কি বই বাদ দিয়ে বইয়ের বাইরের ইতিহাস শুনতে চাও?''

সবাই সমস্বরে বলে উঠল, ''হ্যাঁ স্যার শুনতে চাই।''

স্যার বললেন, ''তবে শোনো, আজকে কমলাদেবীর জীবনী নিয়েই কিছু কথা বলতে চাই।''

সবাই কমলার দিকে তাকাতেই স্যার বললেন, ''না না তোমাদের কমলার কথা নয়, ইনি হলেন কমলা দাশগুপ্ত, বাংলার এক বিপ্লবী বীরাঙ্গনা। তখন ১৯২৮ সাল, কমলা দাশগুপ্ত বেথুন কলেজ থেকে বি এ পাস করে কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছেন। অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর গান্ধীজি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নতুন আন্দোলন নিয়ে ভাবছেন। সেই সময় কমলাদেবীও দেশের জন্য কাজ করার ইচ্ছা মনে মনে ভাবতে থাকেন। তাঁর বন্ধু কল্যাণী দাস তখন ছাত্রী সংঘে যোগ দিয়ে লাঠি খেলা শিখছেন। ওঁদের বাড়ির তেতলায় লাঠি খেলা শেখাচ্ছেন দীনেশ মজুমদার। বন্ধু কল্যাণী দাসের অনুরোধে কমলা দাশগুপ্ত সেখানে লাঠি খেলা শিখতে গিয়ে বিপ্লবী দলের সদস্য চারু দাশগুপ্তের সঙ্গে আলাপ হয় এবং তিনি কমলাদেবীদের দেশের জন্য কাজ করতে উৎসাহিত করেন। একদিন দীনেশ মজুমদারের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে কমলা দাশগুপ্ত বিপ্লবী কার্যকলাপ সম্বন্ধে জানার আগ্রহের কথা বলেন। তিনি তখন কমলাদেবীকে রসিকলাল দাসের কাছে নিয়ে যান। রসিকলাল দাস কমলাদেবীর দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কিছু করার তাগিদ দেখে বলেন, ''এই পথ খুব কঠিন। আগে মন স্থির করুন, তারপর আসুন''। কমলাদেবী উত্তরে বলেন, ''আমি গান্ধীজির সবরামতী আশ্রমে যেতে চেয়েছিলাম, আমার চিঠির উত্তরে গান্ধীজি লিখেছিলেন, ''মা বাবার সম্মতি নিয়ে চলে এসো, কিন্তু মা বাবা রাজি হননি বলে যেতে পারিনি। কিন্তু আমি আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে চাই।'' উনি বললেন, ''আমাদের দলের নাম যুগান্তর, আমরা সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাসী। ভাল করে বুঝে নিন, তারপরে মনে হলে পরে আসবেন।''

একথা শুনে বাড়ি ফিরে কমলা দাশগুপ্ত বিপ্লবীদের সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ শুরু করলেন এবং এ বিষয়ে কিছু পড়াশুনা করে তাঁদের সম্বন্ধে বিশদে জানতে চেষ্টা করলেন। বিপ্লবী কার্যকলাপ সম্বন্ধে ধারণা কিছুটা পরিষ্কার হতে তিনি সেই কাজ করতে সম্মত হলেন। এরপর কমলাদেবী নিজের সহপাঠী এবং ছাত্রী সংঘের সদস্যদের বিপ্লবী ধ্যান-ধারণা দিয়ে নিজের দলে লোক বাড়াতে লাগলেন। এইভাবে সঙ্গে পেলেন বিপ্লবী সুহাসিনী গাঙ্গুলি (পুটু) ও উমা গুহকে।

ইউনিভার্সিটি যাওয়ার নাম করে প্রতিদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতেন, কিন্তু বিপ্লবী কাজের জন্যই বিভিন্ন জায়গায় ছোটাছুটি করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে তাঁর শরীর খারাপ হতে লাগল। অবশেষে বাবা-মা তাঁকে নিয়ে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দার্জিলিংয়ে গেলেন। সেখানে যে বাড়িতে তাঁরা ছিলেন সেখানেই ছিল স্বামী অভেদানন্দ আশ্রম। ওখানকার স্বামী নির্মলানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, তিনিও বিপ্লবীদের সমর্থন করতেন। সেই সময় ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের খবর কাগজে পড়েন। কয়েকদিন পরে কলকাতা ফিরে যাওয়ার চিঠি এল তাঁর কাছে। তিনি মাকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখে স্বামীজির হাতে ধরিয়ে দিয়ে লুকিয়ে ট্রেনে করে শিয়ালদা চলে আসেন।

রসিকলাল দাস বললেন, ''বাড়িতে থেকে কাজ করা যাবে না। হোস্টেলে থাকতে হবে। তাঁর কথামতো গড়পায় একটি হোস্টেল ভাড়ায় নিলেন, খরচ জোগানোর জন্য টিউশনি পড়ানো শুরু করলেন। ঠিক সেই সময় পুটু চন্দননগরে একটা চাকরি করতেন, তাঁর উপরে ভার পড়েছিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম পাঁচ কুশীলব অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, জীবন ঘোষাল (মাখন) ও আনন্দ গুপ্তকে লুখিয়ে রাখার। তখন মেয়েদের এভাবেই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হত।''

স্যার থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ''কী শুনছো তো সবাই?''

সবাই বলে উঠল, ''হ্যাঁ স্যার শুনছি, খুব ভাল লাগছে।''

ক্লাসের ভালো ছাত্র অভিরাম বলে উঠল, ''স্যার এগুলি কি আমাদের ইতিহাস বইয়ে আছে?''

''তোমাদের ইতিহাস বইয়ে নেই, তবে চাইলে পড়তে পারো, অনেক বই আছে। উঁচু ক্লাসে গেলে পড়তে পাবে।''

হাসিমুখে স্যার আবার শুরু করলেন, 'ওই সময় বিপ্লবী দলের তৈরি করা বোমা বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পড়ল কমালদেবীর উপর। টিনের বাক্সে করে সেইসব বোমা অচেনা যুবকেরা বিভিন্ন সাংকেতিক শধ বাক্যের বিনিময়ে রেখে যেত এবং নিয়ে যেত। কমলা দাশগুপ্তের এই কাজ করতে সুবিধা হয়েছিল কারন তিনি তখন হোস্টেলের ম্যানেজার ছিলেন।

সেই সময় ১৯৩০ সালের ২৫শে আগস্ট কলকাতার কমিশনার টেগার্ট সাহেবকে হত্যা করতে তাঁর গাড়িতে বোমা ছুঁড়ে আক্রমণ করেন দীনেশ মজুমদার, অনুজা সেন, অতুল সেন ও শৈলেন নিয়োগী। কিন্তু নিজেদের ছোঁড়া বোমায় নিহত হন অনুজা সেন। টেগার্ট বেঁচে যান। দীনেশ মজুমদার গ্রেফতার হলেন। দিন কুড়ি পরে পুলিশ এসে হোস্টেল থেকে কমলাদেবীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন, রসিকলাল দাসকেও গ্রেফতার করে আনা হয়েছে। রেণু সেনও গ্রেফতার হয়েছিলেন। পুটুকেও চন্দননগর থেকে টেগার্ট সাহেব নিজে গ্রেফতার করেছিলেন। প্রমাণ অভাবে কিছুদিন পর কমলাদেবী, পুটু ও রেণুকে পুলিশ ছেড়ে দেয়।

একবছর পরে ১৯৩১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর কুমিল্লার অত্যাচারী জেলাশাসক স্টিভেন্সকে তাঁর আবাসনে গিয়ে সামনে থেকে গুলি করে হত্যা করে কুমিল্লার দুই ১৪/১৫ বছরের মেয়ে শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী। যার ফলে পুলিশ আবার ধর পাকড় শুরু করে।

তখন কল্যাণী দাস আইন অমান্য করায় পুলিশ তাঁকেও ধরে নিয়ে যায়। কমলাদেবী কল্যাণীদেবীর খবর নিতে তাঁর বাড়ি যেতে তাঁর বোন বীনা দাস বলেন, দিদি, আমাকে একটা রিভলভার জোগাড় করে দাও, আমি গভর্নরকে খতম করে ছাড়ব। তাঁর নাছোড় মনোভাব দেখে তিনি সুধীর ঘোষকে দিয়ে একটি রিভলভার জোগাড় করে দিয়েছিলেন। সুধীর ঘোষের কাছে তখন কমলাদেবী লাঠি খেলা ও ছোরা চালনা শিখতেন। রিভলবারের টাকা দিয়েছিলেন কমলাদেবীর সহপাঠী সুলতা কর।

১৯৩২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি সেনেট হলে মানপত্র দেওয়ার অনুষ্ঠান কনভোকেশনে মানপত্র আনতে গিয়ে গভর্নর জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে বীণা দাস গুলি চালিয়ে দেন, কিন্তু জ্যাকসন মাথা সরিয়ে নেন, তাই অল্পের জন্য বেঁচে যান। সেই ঘটনার বাইশ দিন পরে কমলাদেবীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। কোনও প্রমাণ ছাড়াই রাজবন্দি করে ছ'বছর জেলে আটকে রাখল। প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেল, পরে হিজলি জেলে নিয়ে গেল তাঁকে। সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হল লীলা নাগ, পুটু এবং আরও অনেকের সঙ্গে। পরে এলেন বনলতা দাশগুপ্ত (নীনা), ইন্দুমতী সিংহ, বিমলপ্রতিভা দেবী, হেলেনা বল, প্রতিভা ভদ্র, শান্তিনিকতনের ইন্দুসুধা ঘোষ। তারপরে এলেন শান্তি ঘোষ এবং দুই বোন কল্যাণী দাস ও বীণা দাস।

১৯৩৮ সালে গান্ধীজির সঙ্গে ব্রিটিশদের আলোচনার পর রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেয় ব্রিটিশ সরকার।

কথার মাঝে ঢং ঢং করে পিরিয়ড শেষের ঘন্টা পড়ে গেল। স্যার বললেন, ''আজ থাক, আবার কোনওদিন হেড স্যার তোমাদের ক্লাসে পাঠালে অন্য কোনো বীরাঙ্গনার কাহিনি শোনাব। তবে শোনো যাঁদের কথা এখানে বললাম তাঁরা ছাড়াও অনেক বাঙালি বীরাঙ্গনা বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হয়ে ব্রিটিশদের হাতে অত্যাচারিত হয়েছেন, জেল খেটেছেন, প্রাণ দিয়েছেন। তাঁরা হলেন, মাতঙ্গিনী হাজরা, নেলী সেনগুপ্ত, প্রভা চট্টোপাধ্যায়, ননীবালা দেবী, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, ইলা সেন, উর্মিলা দেবী, কমলা চট্টোপাধ্যায়, চারুশীলা দেবী, সরলাবালা দেবী, ফুলবাহার বিবি, রোকেয়া বেগম, বেলা মিত্র-সহ বহু নারী। এখানে একটা কথা বলি, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার মাত্র একুশ বছর বয়সে চট্টগ্রামের পাহাড়তলির ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন বোমা ও রিভলভার দিয়ে এবং একজনকে হত্যা করে নিজে পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন, যাতে ব্রিটিশ পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে অত্যাচার না করতে পারে এবং গোপন খবর বের করতে না পারে। আর একজন মাতঙ্গিনী হাজরা, বাহাত্তর বছর বয়সে ১৯৪২ সালের ২৯ শে সেপ্টেম্বর তমলুক থানা দখলের মিছিলে সামনে থেকে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেন, তখনও তাঁর হাতে ধরা ছিল স্বাধীন ভারতের স্বপ্নের জাতীয় পতাকা।''

শুভব্রত স্যারের মুখে বীরাঙ্গনা নারীদের কথা শুনতে শুনতে ছাত্র-ছাত্রীরা এতটাই মোহিত হয়ে পড়েছিল যে, শুভব্রত স্যার চলে গিয়ে বিজ্ঞানের স্যার কখন ক্লাসে ঢুকে গেলেন ছাত্র ছাত্রীরা বুঝতেই পারল না।

(শিক্ষক এবং ছাত্র ছাত্রীর নাম কাল্পনিক)

কবিতা ও ছড়া

মনের বাঘ

সুজন দাশ

বনের বাঘে খায় না যারে
মনের বাঘে খায়,
রইলে চেপে ঘাপটি মেরে
পার পাওয়া বেশ দায়!

সকল কাজে চোখ রাঙাবে
আনবে টেনে ভয়,
শরীর'টাকে নিস্তেজে নেয়
দেয় না পেতে জয়!

সাহস'টাকে ঘুণের মতো
দেবেই করে ক্ষয়,
আশা'টারে খায় চিবিয়ে
বল করে দেয় লয়!

মনের বাঘকে মারতে হবে
মারলে বনের বাঘ,
নইলে জীবন হবে ফানা
সাজতে হবে ছাগ!

জিত'তে হলে সবকিছুতে
হটাও তারে দূর,
দেখবে সবই সহজ সোজা
বাজবে বিজয় সুর।

মহাশূন্যে প্রাচীনতম সৌরজগৎ আবিষ্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহাশূন্যে সম্প্রতি হদিশ মিলেছে প্রাচীনতম সৌরজগতের। সেই সৌরজগতের বামন নক্ষত্রের জ্যোতি ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছে। নিভে যেতে বসেছে নক্ষত্রের শেষ শিখা। অর্থাৎ মৃতপ্রায় অবস্থায় রয়েছে পুরো সৌরজগৎটিই। এই সৌরজগৎটিকে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবথেকে প্রাচীন সৌরজগৎ বলে মনে করছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।

মহাবিশ্বে কতকিছুই না লুকিয়ে রয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তার সিকিভাগেরও হদিশ পায়নি। তবে থেমে নেই চেষ্টা। প্রতিনিয়ত মহাবিশ্বের নানা মহাজাগতিক ঘটনা সামনে আসছে। প্রতি আবিষ্কারেই থাকছে চমক। মহাশূন্য অত্যাধুনিক মহাকাশযান, টেলিস্কোপ, ক্যামেরা পাঠিয়ে পৃথিবী থেকে তা পর্যবেক্ষণ করছেন বিজ্ঞানীরা। প্রতিনিয়ত মহাজাগতিক কাণ্ডকারখানার মধ্যেই সম্প্রতি যে নয়া আবিষ্কার সামনে এল, তাতে আরও একটা সৌরজগতের হদিশ মিলল। আমাদের সৌর জগতের মতোই মহাশূন্যের আর এক সৌরজগৎ। সেখানেও রয়েছে বামন নক্ষত্র, রয়েছে গ্রহের সমাবেশ। কিন্তু সেই সৌরজগৎ ক্রমেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। তার জ্যোতি ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ফলে সেই সৌরজগৎ মৃতপ্রায়।

আমাদের সৌরজগৎ থেকে যেদিন সূর্যের আলো ক্ষীণ হয়ে যাবে, তখন যেমন পরিস্থিতি দাঁড়াবে, তেমনই অবস্থায় এখন রয়েছে নয়া আবিষ্কৃত প্রাচীনতম সৌরজগৎ। সৌরজগতের অবশিষ্টাংশের দেখা মিলেছে। পৃথিবী থেকে মাত্র ৯০ আলোকবর্ষ দূরে তার অবস্থান। ১৩৭০ কোটি বছরেরও আগে থেকে রয়েছে ওই সৌরজগৎ। সেখানে টিম টিম করে জ্বলছে বামন নক্ষত্রটি। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ওই নক্ষত্রটি মহাশূন্যে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। গ্রহাণুর ধ্বংসাবশেষকে জড়ো করে পাথুরে এবং তুষারাবৃত একটি গ্রহমণ্ডলে পরিণত করে ফেলেছে। আকাশগঙ্গা ছায়াপথে সবথেকে প্রাচীন সৌরজগৎ এটি। এই সৌরজগতে বামনাকৃতির একটি নক্ষত্র এখনও জ্বলছে। তবে ওই নক্ষত্রটির জ্যোতি নিস্তেজ হয়ে আসছে ক্রমশ। আর গ্রহমণ্ডল ওই বামনাকৃতি নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। তার বয়স কমপক্ষে হাজার কোটি বছর হবে বলে মনে করছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, নক্ষত্রটির জ্বালানি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বাইরের আবরণ খসে পড়তে শুরু করেছে। ঠান্ডা হয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে সেটি।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আমাদের সূর্যেরও একদিন এমন পরিস্থিতি আসবে। সে ক্ষেত্রে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলা গ্রহগুলি এক জায়গায় জড়ো হয়ে গ্রহমণ্ডলে পরিণত হবে, তারপর তা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। দ্য রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির মাসিক নোটিশে নয়া এই আবিষ্কার সম্পর্কে বিশদ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির নজরদারিতেই বিষয়টি ধরা পড়েছে। মোট দুটি বামনাকৃতি নক্ষত্রের হদিশ মিলেছে ওই সৌরজগতে। একটি নীল রঙের নক্ষত্র, অন্যটি লাল রঙের। ওই দুই নক্ষত্রের নামও রাখা হয়েছে।

এবার বেসরকারি উদ্যোগে মহাকাশে যাচ্ছে বিক্রম-এস

ইতিহাস মহাকাশ বিজ্ঞানে

মিশনটি ১২ থেকে ১৬ নভেম্বরের মধ্যে চালু করা যেতে পারে। তবে রকেটটি মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার তারিখ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। বেসরকারি সংস্থাটি ইতিমধ্যেই ইন-স্পেসের কাছ থেকে প্রযুক্তিগত উৎক্ষেপণের ছাড়পত্র পেয়েছে। স্পেস-টেক প্লেয়ারদের প্রচার ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশের নোডাল সংস্থা এই ছাড়পত্র দিয়েছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে মহাকাশে রকেট পাঠাচ্ছে ভারত। বেসরকারি উদ্যোগে ভারতের মহাকাশযান বিক্রম-এস লঞ্চ করবে এই নভেম্বরেই। এটি একটি ঐতিহাসিক মিশন হিসেবে গণ্য হতে চলেছে। কারণ দেশে এখ ন পর্যন্ত বেসরকারি উদ্যোগে কোনও রকেট পাড়ি দেয়নি মহাকাশে। স্কাইরুট অ্যারোস্পেস দেশের প্রথম বেসরকারি উদ্যোগে তৈরি রকেট মহাকাশে পাঠাতে প্রস্তুত।

স্কাইরুট অ্যারোস্পেসের তরফে আরও জানানো হয়েছে, দ্বিতীয় সপ্তাহে বিক্রম এস মহাকাশে পাড়ি দেবে। প্রদর্শনী ফ্লাইট হিসেবে তা মহাকাশে রওনা দেবে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এই মহাকাশ মিশনের নেপথ্যে রয়েছে। নকশা এবং উৎক্ষেপণে প্রযুক্তিগত সাহায্য করছে তাঁরা। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে মিশনটি ১২ থেকে ১৬ নভেম্বরের মধ্যে চালু করা যেতে পারে। তবে রকেটটি মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার তারিখ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। বেসরকারি সংস্থাটি ইতিমধ্যেই ইন-স্পেসের কাছ থেকে প্রযুক্তিগত উৎক্ষেপণের ছাড়পত্র পেয়েছে। স্পেস-টেক প্লেয়ারদের প্রচার ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশের নোডাল সংস্থা এই ছাড়পত্র দিয়েছে। স্কাই রুটের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট লিড সিরেশ পাল্লিকোন্ডা বলেন, এটি তিনটি গ্রাহকের পেলোড-সহ একটি প্রদর্শনী ফ্লাইট। আমরা এখনও লঞ্চের জন্য চূড়ান্ত তারিখ পাইনি। তবে আমরা আশাবাদী যে বিক্রম এস ১২ থেকে ১৬ নভেম্বরের মধ্যে চালু হবে। মঙ্গলবার তেলেঙ্গানার এই মহাকাশ সংস্থার তরফে আধিকারিকরা বলেন, আমরা প্রথম উৎক্ষেপণ মিশন নিয়ে রোমাঞ্চিত। আশা করি নির্দিষ্ট সময়েই লঞ্চ উইন্ডো খুলবে। এই উদ্যোগ সফল হবে। আর এই উদ্যোগকে সফল করতে মিশন উন্মোচন করেছেন ইসরো চেয়ারম্যান এস সোমনাথ। তাঁরা জানিয়েছেন, স্কাইরুট বিক্রম-এস রকেটের তিনটি রূপ তৈরি হয়েছে। বিক্রম ১ লো আর্থ অরবিটে ৪৮০ কিলোগ্রাম পেলোড বদন করতে পারে। বিক্রম-২ ৫৯৫ কিলোগ্রাম কার্গো নিয়ে উঠতে পারে। আর বিক্রম-৩ ৮১৫ কেজি নিয়ে লো আর্থ অরবিটে উৎক্ষেপণ করতে পারে। স্কাইরুটের সহ প্রতিষ্ঠাতা পবন চন্দনা টুইট করে বলেন, শ্রীহরিকোটার সুন্দর দ্বীপ থেকে আমাদের প্রথম লঞ্চ মিশন ঘোষণা করতে পেরে অত্যন্ত রোমাঞ্চিত। এই মিশনটি তিনটি পেলোড বহন করবে, যার মধ্যে একটি ২.৫ কিলোগ্রামের পেলোড রয়েছে। স্পেস কিডস ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে ভারত-সহ বেশ কয়েকটি দেশের শিক্ষার্থীরা এটি তৈরি করেছে। তা অবিলম্বে দেশের বাণিজ্যিক মহাকাশ ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক তৈরি করবে। এখন এই মিশন সফল করাই স্কাইরুটের লক্ষ্য। এরপর আরও বড় ভাবনা রয়েছে এই সংস্থার।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ছাড়া আদৌ সম্ভব প্রজনন!

মহাকাশে বাঁদর পাঠাচ্ছে চিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: চিনের তিয়ানগং মহাকাশ স্টেশনের কাজ চলছে জোর কদমে। মহাকাশ স্টেশনটির কাজ শেষ হলে, সেখানে বাঁদর পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে চিন। মহাকাশে শূন্য মাধ্যাকর্ষণে আদৌ প্রজনন সম্ভব কি না, সেই বিষয়ে গবেষণা করতে চিন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। চিনের তিয়ানগং মহাকাশ স্টেশনে মডিউলে এই পরীক্ষাটি হবে। প্রজনন ও অভিযোজন সংক্রান্ত গবেষণার জন্য চিনের অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেসের গবেষক ঝাং লু জানিয়েছেন, এই পরীক্ষাগুলো মূলত মাইক্রোগ্রাভিটি বা মহাকাশের পরিবেশের সঙ্গে জীবের অভিযোজন কেমন হয়, তা জানার জন্য করা হচ্ছে। এই পরীক্ষা সফল হলে অভিযোজন সংক্রান্ত একাধিক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে বলে তিনি মনে করছেন। তিনি জানিয়েছেন, বর্তমানে মডিউলটিতে শ্যাওলা বা মাছের মতো জীবের জায়গা রয়েছ। বাঁদরের মতো বড় প্রাণীর জায়গা নেই। মহাকাশ স্টেশনটিতে বাঁদরের মতো জায়গা তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন।

প্রতিকূল পরিস্থিতি বাঁদরকে মহাকাশে পাঠালে একাধিক প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখে পড়তে হতে পারে। প্রথমত বাঁদরটির পর্যাপ্ত খাবারের ব্যবস্থা করতে। বাঁদরটি বর্জ্য পদার্থ মহাকাশেই থাকবে। অন্যদিকে, দীর্ঘদিন মহাকাশের মতো পরিবেশে থাকতে থাকতে বাঁদরটি মানসিক অবসাদে চলে যেতে পারে। শূন্য মাধ্যাকর্ষণ অঞ্চলে বাঁদরের প্রজননেও একাধিক সমস্যা দেখা যেতে পারে। অন্যদিকে, বাঁদর যেহেতু বড় প্রাণী, তাই কীভাবে সঙ্গীর ঘনিষ্ঠ হচ্ছে, তা বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারবেন। তবে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, বাঁদরের খাওয়া ও বর্জ্য ফেলা সব থেকে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, মহাকাশে বাঁদরগুলো কোনওভাবেই ভালো থাকবে না। চিনের মহাকাশ স্টেশনে তিন মহাকাশচারী চিনের এই মহাকাশ স্টেশনটির কাজ শেষের দিকে। পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা চিন এই মহাকাশ স্টেশনটিতে করেছে। চিনের মহাকাশ স্টেশনটি টি আকৃতির। চিনা ম্যানড স্পেস এজেন্সি পৃথিবীর বাইরে এক হাজারের বেশি পরীক্ষা পরিচালিত করেছে। তারমধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে প্রযুক্তিগত। তেমনি অন্যদিকে রয়েছে চিকিৎসাজনিত। চিনের তিয়াংগং মহাকাশ স্টেসন তিন জন মহাকাশচারী ও তাঁদের সহযোগীরা বাঁদরদের ওপর নজর রাখবে। কীভাবে বাঁদর মহাকাশে থাকছে, কী ধরনের প্রতিকূলতা আছে, শারীরিক কোনও সমস্যা আসছে কি না, সেই বিষয়ে নজর রাখবে। চিনের তিয়াংগং মহাকাশ স্টেশনে এখন তিনজন মহাকাশচারী রয়েছে। তাঁরা চলতি বছরের জুন মাসে মহাকাশের স্টেশনটিতে গিয়েছেন। চলতি বছরেই তাঁরা ফিরে আসবেন বলে জানা গিয়েছে।

পৃথিবীতে অক্সিজেন নিঃশেষ হয়েছিল ৫০০ মিলিয়ন বছর আগে

নিজস্ব প্রতিনিধি: পৃথিবী থেকে যদি কোনওদিন অক্সিজেন নিঃশেষ হয়ে যায়, কী হবে তখন! এ আশঙ্কা এমনই ঘটেছিল ৫০০ মিলিয়ন বছর আগে, যখন পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল প্রাণীকূল। কিন্তু কী কারণে জীবন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তা নিয়ে এতদিন গবেষণার পর, চাঞ্চল্যকর এক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন গবেষকরা। পৃথিবী থেকে হঠাৎই অক্সিজেন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তার ফলেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল প্রাণ। ভূতাত্ত্বিক ও গবেষকরা জানিয়েছেন, এই গণবিলুপ্তির ঘটনা ৫৫০ মিলিয়ন বছর আগে এডিয়াকারান পিরিয়ডের আগে ঘটেছিল। এবং ভূতাত্ত্বিকরা জানিয়েছেন এই ঘটনা ঘটেছিল অক্সিজেন অপ্রতুলতার কারণে। গবেষকরা জানতে পেরেছেন, হঠাৎ করে অক্সিজেনের ঘাটতি যেমন অনেক প্রাণীজগৎকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল, তেমনই অনেক প্রাণীর প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল। অনেক প্রাণীর শারীরিক গঠন ও আচরণ ইঙ্গিত দেয় বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কী হারে কমে গিয়েছিল তখন। গবেষণাটি প্রসিডিংস অফ দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস-এ প্রকাশিত হয়। সেই গবেষণা রিপোর্টে বর্ণনা করা হয়েছে এই গ্রহে জীবনের বিবর্তনমূলক গতিপথ। আর ওই বিলুপ্তির জন্য দায়ী করা হয় বিশ্বব্যাপী অক্সিজেনের অপ্রতুলতাকে। গবেষকরা এই বিলুপ্তির ঘটনায় ধ্বংস হওয়া প্রাণীদের দেখ তে কেমন হবে, তা বোঝার জন্য শিলায়

জীবাশ্মের ছাপ নিয়ে গবেষণা চালান।

প্রাণীকুলের বিলুপ্তির আগে যে সমস্ত জীবাশ্মগুলির খোঁজ মিলেছিল আর বিলুপ্তির পর যে সমস্ত জীবাশ্মের খোঁজ মেলে তার মধ্যে ফারাক ছিল বিস্তর। এই বিলুপ্তি প্রাণীদের বিবর্তনের পথ প্রশস্ত করেছিল বলে ধারণা গবেষকদের। ভার্জিনিয়া টেক কলেজ অফ সায়েন্সের অন্তর্গত জিওসায়েন্স বিভাগের পোস্ট ডক্টরাল গবেষক স্কট ইভান্সের নেতৃত্বে গবেষকরা দেখিয়েছেন, বিশ্ব উষ্ণায়ন, ডি-অক্সিজেনেশন ইভেন্ট-সহ পরিবেশগত পরিবর্তনগুলি প্রাণীদের বিলুপ্তি, গভীর ব্যাঘাত সৃষ্টি ও পুনর্গঠনের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

এখন প্রশ্ন কেন পৃথিবী অক্সিজেন হারিয়েছিল? পৃথিবী পাঁচটি প্রধান গণবিলুপ্তির ঘটনার মধ্য দিয়ে গিয়েছে। অর্ডোভিসিয়ান-সিলুরিয়ান বিলুপ্তি, যা ঘটেছিল ৪৪০ মিলিয়ন বছর আগে, ডেভোনিয়ান বিলুপ্তি, যা ঘটেছিল ৩৭০ মিলিয়ন বছর আগে, পার্মিয়ান-ট্রায়াসিক বিলুপ্তি ঘটেছিল ২৫০ মিলিয়ন বছর আগে, ট্রায়াসিক-জুরাসিক বিলুপ্তির ঘটনা ২০০ মিলিয়ন বছর আগে এবং ক্রিটেসিয়াস-প্যালিওজিন বিলুপ্তি ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে। তবে গবেষকরা এখ নও গ্রহের অক্সিজেনের মাত্রা হঠাৎ কমে যাওয়ার কারণটি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারেননি, যা প্রথম প্রাণীজগৎ বিলুপ্তির ঘটনা ঘটিয়েছিল। এটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ঘটতে পারে, টেকটোনিক প্লেটের গতির কারণে ঘটতে পারে, গ্রহাণুর প্রভাবে ঘটতে পারে। আবার এমন ধরনের অনেক কিছুর সংমিশ্রণে ঘটতে পারে।

দ্য ভয়েস অব স্পোর্টস

বিশ্বকাপে ইতিহাস গড়তে চলেছেন ৬ মহিলা রেফারি

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের বিশ্বকাপে ইতিহাস গড়তে চলেছেন ৬ মহিলা রেফারি। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ ফুটবলে মহিলা রেফারিদের ম্যাচ পরিচালনা করতে দেখা যাবে। এঁদের মধ্যে তিনজন প্রধান রেফারি, বাকিরা সহকারী রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। ফিফা বিশ্বকাপের রেফারি, সহকারী রেফারি ও ভিডিও অ্যাসিসটেন্ট রেফারিদের (ভিএআর) তালিকা প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে প্রধান রেফারি ৩৬ জন। সহকারী রেফারি ৬৯ জন আর ভিএআরের জন্য ২৪ জন।

তিন মূল মহিলা রেফারি হচ্ছেন ফ্রান্সের ফ্র্যাপার্তে, রুয়ান্ডার সালিমা মুকাসাঙ্গা ও জাপানের ইয়োশিমি ইয়ামাশিতা। সহকারী রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ব্রাজিলের

নিউজা ব্যাক, মেক্সিকোর কারেন দিয়াজ মেদিনা ও যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাথরিন নেসবিট।

ফ্রান্সের রেফারি ফ্র্যাপার্তের বয়স ৩৮। তিনি ২০১১ সাল থেকে আন্তর্জাতিক রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মহিলা রেফারিদের মধ্যে ফ্র্যাপার্তই সবচেয়ে অভিজ্ঞ, রীতিমতো তারকাই। তিনি মহিলাদের বিশ্বকাপসহ হাই প্রোফাইল আন্তর্জাতিক ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। প্রথম মহিলা রেফারি হিসেবে ২০১৯ সালে লিভারপুল ও চেলসির মধ্যার উয়েফা সুপার কাপের ম্যাচ পরিচালনা করেছিলেন। ২০২০ সালে চ্যাম্পিয়নস লিগে জুভেন্তাস ও দিনামো কিয়েভের ম্যাচটিও পরিচালনা করেছিলেন। সেটিও ছিল প্রথম মহিলা হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগের কোনও ম্যাচ পরিচালনার কৃতিত্ব। গত বছর ইউরোতেও প্রথম মহিলা হিসেবে তুরস্ক ও ইতালির ম্যাচ পরিচালনা করেছিলেন ফ্র্যাপার্ত।

মুকাসাঙ্গারও 'প্রথম' হওয়ার কীর্তি আছে। প্রথম আফ্রিকান মহিলা হিসেবে আফ্রিকান কাপ অব নেশনসে জিম্বাবোয়ে ও গিনির মধ্যকার ম্যাচ পরিচালনা করেছিলেন এই রুয়ান্ডান। চতুর্থ রেফারি হিসেবেও তিনি গিনি ও মালাউয়ির ম্যাচে ছিলেন। জাপানের ইয়ামাশিতা এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগে মেলবোর্ন সিটি ও জিওনাম ড্রাগসের ম্যাচটি পরিচালনা করেছিলেন।

স্টেজ থেকে মইন-রাশিদকে নামিয়ে দিলেন বাটলার

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর স্টেজে ট্রফি নিয়ে চলছে সেলিব্রেশন। ট্রফি হাতে ইংল্যান্ড অধিনায়ক জস বাটলার। পাশে বসে ফটোসেশন করছেন মইন আলি ও আদিল রাশিদ-সহ অন্যান্য ব্রিটিশ ক্রিকেটাররা। কিন্তু হঠাৎই বাটলার স্টেজ থেকে নেমে যেতে বললেন মইন ও রাশিদকে। যেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতে সময় লাগেনি। বাটলার কেনও হঠাৎ এমন করলেন তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অনেকেই।

কিন্তু পরে ইংল্যান্ড অধিনায়কের এহেম আচরণের কারণ জানা যায়। যা জানার পর রাগ নয়, বাটলারের প্রতি সম্মানই জন্মেছে নেটিজেনদের। আসলে ট্রফি জয়ের পর কিছুক্ষণ সেলিব্রেশন করার পর শ্যাম্পেন খোলার মুহূর্ত ছিল। ইসলামের আদর্শ মেনে আদিল রশিদ ও মইন আলি অ্যালকোহল থেকে দূরে থাকেন। তাই শ্যাম্পেন সেলিব্রেশনের সময় মইন ও রাশিদকে তা আগে থেকে জানিয়ে

দেন বাটলার। তাই তারা স্টেজ থেকে নেমে যান।

সতীর্থদের ধর্মীয় ভাবাবেগের কথা যে ওইরকম উচ্ছ্বাসের মুহূর্তেও মনে রেখেছেন জস বাটলার, তা সকলের মন জয় করে নেয়। নেটিজেনরাও বাটলারের এই সচেতনতার জন্য তার প্রশংসা করেছেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে যথার্থ দলনেতা এই ঘটনাও তার অন্যতম প্রমাণ হিসেবে দেখছেন সকলে। প্রসঙ্গত, টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২২ ফাইনালে মেলবোর্নে রান তাড়া করে ১ ওভার বাকি থাকতেই ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ইংল্যান্ড। ৫২ রানের ম্যাচ উইনিং ইনিংস খেলেন বেন স্টোকস।

'ডাবল চ্যাম্পিয়ন' ইংল্যান্ড এক অভুতপূর্ব রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওয়ানডে বিশ্বকাপ শুরু হয়েছিল ১৯৭৫ সালে। তার ৩২ বছর পর শুরু হয় টি২০ বিশ্বকাপ। ২০০৭ সালে। গত ১৫ বছরে ৮টি টি-টোয়েন্টি এবং ৪টি ওয়ানডে বিশ্বকাপ হয়েছে। ২০০৭ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু সেবার টি২০ বিশ্বকাপের শিরোপা জেতে ভারতীয় দল। ২০১০ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইংল্যান্ড। পরের বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ভারত। গত ১৫ বছরে এই প্রথম একই সঙ্গে দুটি বিশ্বকাপ ট্রফি নিজেদের শোকেসে রাখার গর্ব একমাত্র ইংল্যান্ডের। তাই আজকের এই জয় ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের কাছে বাড়তি গর্বের। কারণ এই প্রথম ইংল্যান্ড পর পর বিশ্বকাপ ও টি২০ বিশ্বকাপ জেতার রেকর্ড গড়ে ফেলল। ২০১৯ সালে ঘরের মাঠে ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছিল ইংল্যান্ড। তবে সেবারের ফাইনাল নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। অনেকে বলেন, কপালের দোষে সেদিন নিউজিল্যান্ডকে হারায় ইংল্যান্ড। কেউ আবার বলে, হাস্যকর নিয়মের জেরে জিতেছিল ইংল্যান্ড। তবে চ্যাম্পিয়ন তকমাটা বড় অদ্ভুত। একবার সেটা গায়ে সেঁটে গেলে কার সাধ্যি তা তোলে! সাদা বলের ক্রিকেটের একচ্ছত্র চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল ইংল্যান্ড। ডাবল ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন! পরের বছর ভারতে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপ। আর কে না জানে, ভারতে খেলা মানে ভারতীয় দল ভয়ানক। তবুও ভারতীয় দলের সাম্প্রতিক ফর্ম দেখে তাঁদের চ্যাম্পিয়ন বলে এখন থেকেই কেউ দাবি করবেন না হয়তো! তবে আপাতত বিশ্বকাপের আগে পর্যন্ত গর্বের মুহূর্ত উদযাপন করবে ইংল্যান্ড। চ্যাম্পিয়ন বলে কথা! এই গৌরব ইংরেজদের অহংকার হয়েই থাকবে।

ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২২-এর সম্পূর্ণ সূচি

আর কিছুদিনের অপেক্ষা। তারপরই অবসান ঘটতে চলেছে সব প্রতীক্ষার। শুরু হতে চলেছে বিশ্বের সবথেকে জনপ্রিয় স্পোর্টিং ইভেন্ট। আগামী ২০ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকে কাঠি পড়বে ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২২। ফুটবল জ্বরে ইতিমধ্যেই কাবু গোটা বিশ্ব। মেসি-রোনাল্ডো-নেইমারদের দ্বৈরথ দেখার অপেক্ষায় সকলেই। ২২তম ফুটবল বিশ্বকাপ শুরুর আগে এক ঝলকে দেখে নিন প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ সূচি।

কবে-কখন-কোন দলের খেলা

তারিখ	দিন	দল	গ্রুপ	সময়
২০ নভেম্বর	রবিবার	কাতার বনাম ইকুয়েডর	গ্রুপ এ	রাত সাড়ে৯টা
২১ নভেম্বর	সোমবার	ইংল্যান্ড বনাম ইরান	গ্রুপ বি	সন্ধে সাড়ে ৬টা
২১ নভেম্বর	সোমবার	সেনেগাল বনাম নেদারল্যান্ডস	গ্রুপ এ	রাত সাড়ে ৯টা
২১ নভেম্বর	সোমবার	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম ওয়েলস্	গ্রুপ বি	রাত সাড়ে ১২টা
২২ নভেম্বর	মঙ্গলবার	আর্জেন্টিনা বনাম সৌদি আরব	গ্রুপ সি	বিকেল সাড়ে ৩টে
২২ নভেম্বর	মঙ্গলবার	আর্জেন্টিনা ডেনমার্ক বনাম তিউনিসিয়া	গ্রুপ ডি	সন্ধে সাড়ে ৬টা
২২ নভেম্বর	মঙ্গলবার	মেক্সিকো বনাম পোল্যান্ড	গ্রুপ সি	রাত সাড়ে ৯টা
২২ নভেম্বর	মঙ্গলবার	ফ্রান্স বনাম অস্ট্রেলিয়া	গ্রুপ ডি	রাত সাড়ে ১২টা
২৩ নভেম্বর	বুধবার	মরক্কো বনাম ক্রোয়েশিয়া	গ্রুপ এফ	বিকেল সাড়ে ৩টে
২৩ নভেম্বর	বুধবার	জার্মানি বনাম জাপান	গ্রুপ ই	সন্ধে সাড়ে ৬টা
২৩ নভেম্বর	বুধবার	স্পেন বনাম কোস্টারিকা	গ্রুপ ই	রাত সাড়ে ৯টা
২৩ নভেম্বর	বুধবার	বেলজিয়াম বনাম কানাডা	গ্রুপএফ	রাত সাড়ে ১২টা
২৪ নভেম্বর	বৃহস্পতিবার	সুইজারল্যান্ড বনাম ক্যামেরুন	গ্রুপ জি	বিকেল সাড়ে ৩টে
২৪ নভেম্বর	বৃহস্পতিবার	উরুগুয়ে বনাম দক্ষিণ কোরিয়া	গ্রুপ এইচ	সন্ধে সাড়ে ৬টা
২৪ নভেম্বর	বৃহস্পতিবার	পর্তুগাল বনাম ঘানা	গ্রুপ এইচ	সন্ধে সাড়ে ৯টা
২৪ নভেম্বর	বৃহস্পতিবার	ব্রাজিল বনাম সার্বিয়া	গ্রুপ জি	রাত সাড়ে ১২টা
২৫ নভেম্বর	শুক্রবার	ওয়েলস বনাম ইরান	গ্রুপ বি	রাত সাড়ে ৩টে
২৫ নভেম্বর	শুক্রবার	কাতার বনাম সেনেগাল	গ্রুপ এ	সন্ধে সাড়ে ৬টা
২৫ নভেম্বর	শুক্রবার	নেদারল্যান্ডস বনাম ইকুয়েডর	গ্রুপ এ	সন্ধে সাড়ে ৯টা
২৫ নভেম্বর	শুক্রবার	ইংল্যান্ড বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	গ্রুপ বি	রাত সাড়ে ১২টা
২৬ নভেম্বর	শনিবার	তিউনিশিয়া বনাম অস্ট্রেলিয়া	গ্রুপ ডি	বিকেল সাড়ে ৩টে
২৬ নভেম্বর	শনিবার	পোল্যান্ড বনাম সৌদি আরব	গ্রুপ সি	সন্ধে সাড়ে ৬টা
২৬ নভেম্বর	শনিবার	ফ্রান্স বনাম ডেনমার্ক	গ্রুপ ডি	সন্ধে সাড়ে ৯টা
২৬ নভেম্বর	শনিবার	আর্জেন্টিনা বনাম মেক্সিকো	গ্রুপ সি	রাত সাড়ে ১২টা
২৭ নভেম্বর	রবিবার	জাপান বনাম কোস্টারিকা	গ্রুপ ই	বিকেল সাড়ে ৩টে
২৭ নভেম্বর	রবিবার	বেলজিয়াম বনাম মরক্কো	গ্রুপএফ	সন্ধে সাড়ে ৬টা
২৭ নভেম্বর	রবিবার	ক্রোয়েশিয়া বনাম কানাডা	গ্রুপএফ	সন্ধে সাড়ে ৯টা
২৭ নভেম্বর	রবিবার	স্পেন বনাম জার্মানি	গ্রুপ ই	রাত সাড়ে ১২টা
২৮ নভেম্বর	সোমবার	ক্যামেরুন বনাম সার্বিয়া	গ্রুপ জি	বিকেল সাড়ে ৩টে
২৮ নভেম্বর	সোমবার	দক্ষিণ কোরিয়া বনাম ঘানা	গ্রুপ এইচ	সন্ধে সাড়ে ৬টা
২৮ নভেম্বর	সোমবার	ব্রাজিল বনাম সুইজারল্যান্ড	গ্রুপ জি	রাত সাড়ে ৯টা
২৮ নভেম্বর	সোমবার	পর্তুগাল বনাম উরুগুয়ে	গ্রুপ এইচ	রাত সাড়ে ১২টা
২৯ নভেম্বর	মঙ্গলবার	ইকুয়েডর বনাম সেনেগাল	গ্রুপ এ	রাত সাড়ে ৮টা
২৯ নভেম্বর	মঙ্গলবার	নেদারল্যান্ডস বনাম কাতার	গ্রুপ এ	রাত সাড়ে ৮টা
২৯ নভেম্বর	মঙ্গলবার	ইরান বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	গ্রুপ বি	রাত সাড়ে ১২টা
২৯ নভেম্বর	মঙ্গলবার	ওয়েলস বনাম ইংল্যান্ড	গ্রুপ বি	রাত সাড়ে ১২টা
৩০ নভেম্বর	বুধবার	তিউনিশিয়া বনাম ফ্রান্স	গ্রুপ ডি	রাত সাড়ে ৮টা
৩০ নভেম্বর	বুধবার	অস্ট্রেলিয়া বনাম ডেনমার্ক	গ্রুপ ডি	রাত সাড়ে ৮টা
৩০ নভেম্বর	বুধবার	পোল্যান্ড বনাম আর্জেন্টিনা	গ্রুপ সি	রাত সাড়ে ১২টা
৩০ নভেম্বর	বুধবার	সৌদি আরব বনাম মেক্সিকো	গ্রুপ সি	রাত সাড়ে ১২টা
১ ডিসেম্বর	বৃহস্পতিবার	ক্রোয়েশিয়া বনাম বেলজিয়াম	গ্রুপ এফ	রাত সাড়ে ৮টা
১ ডিসেম্বর	বৃহস্পতিবার	কানাডা বনাম মরক্কো	গ্রুপ এফ	রাত সাড়ে ৮টা
১ ডিসেম্বর	বৃহস্পতিবার	জাপান বনাম স্পেন	গ্রুপ ই	রাত সাড়ে ১২টা
১ ডিসেম্বর	বৃহস্পতিবার	কোস্টারিকা বনাম জার্মানি	গ্রুপ ই	রাত সাড়ে ১২টা
২ ডিসেম্বর	শুক্রবার	দক্ষিণ কোরিয়া বনাম পর্তুগাল	গ্রুপ এইচক্র	রাত সাড়ে ৮টা
২ ডিসেম্বর	শুক্রবার	ঘানা বনাম উরুগুয়ে	গ্রুপ এইচ	রাত সাড়ে ৮টা
২ ডিসেম্বর	শুক্রবার	সার্বিয়া বনাম সুইজারল্যান্ড	(গ্রুপ জি	রাত সাড়ে ১২টা
২ ডিসেম্বর	শুক্রবার	ক্যামেরুন বনাম ব্রাজিল	(গ্রুপ জি	রাত সাড়ে ১২টা

গ্রুপ লিগের ম্যাচ শেষ হওয়ার পর ১৬টি দল পৌছে যাবে রাউন্ড অফ সিক্সটিনে। এখান থেকে নক আউট হবে প্রতিযোগিতা। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের খেলা হবে ৩-৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এরপর কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ হবে ৯ ও ১০ ডিসেম্বর।

সেমিফাইনাল ১৩, ১৪ ও ১৭ ডিসেম্বর

মেগা ফাইনাল
১৮ ডিসেম্বর

PATAKA

A COMPLETE CARE
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY: GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER
FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC
NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL
& DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

পতাকা
চা

আমারই মতো
আমার
পতাকা

গজব কা স্বাদ

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf og 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com

Vol: 7 Issue:51, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111